NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ প্রশ্নফাঁস রোধী বিল নিয়ে বিরোধীদের অবস্থানে রুষ্ট পীযূষ

ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ সুনীলের ৭

কলকাতা ৩ অগস্ট ২০২৬ ১৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.08.2026, Vol. 20 Issue No. 54, 8 Pages, Price 3.00

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সরব তসলিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় দু' দশক পর কলকাতায় এসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন। রবিবার বাংলা অ্যাকাডেমিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জয় গোস্বামীকে ঘিরে বিতর্ক, বাক্‌স্বাধীনতা,বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং নারী অধিকার নিয়ে খোলামেলা বক্তব্য রাখেন।

রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠানে কবি জয় গোস্বামীকে মঞ্চে উঠতে না-দেওয়ার ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে তসলিমা বলেন, 'জয় গোস্বামীকে আমি নিজেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাঁকে মঞ্চে উঠতে না-দেওয়া মানে আমাকে অপমান করা। খুব শীঘ্রই আমি ওঁর বাড়িতে যাব।' এদিন বাক্‌স্বাধীনতারপ্রসঙ্গে তিনিবলেন, 'সরকারের সদিচ্ছার ওপর আমার আস্থা আছে। কিন্তুযেকোনও সরকারই শেষ পর্যন্ত ভোটের রাজনীতির কথা ভেবে চলে। মুক্তচিন্তাকে সব সময় সেই ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।'

এছাড়াও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তসলিমা জানান, শেখ হাসিনার বিভিন্ন নীতির সমালোচক হলেও তাঁকে দেশছাড়া করার পদ্ধতিকে তিনি সমর্থন করেন না। তাঁর বক্তব্য, 'আওয়ামিলিগের নেতা-কর্মীরা দেশে ফিরুন, বাংলাদেশে দ্রুত গণতন্ত্র ফিরুক। শেখ হাসিনা হয়তো একদিন দেশে ফিরতে পারবেন, কিন্তু আমার ফেরা হয়তো আর সম্ভব হবে না।'

পাশাপাশি রবিবার ফের বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন লেখিকা। তসলিমার কথায়, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বেড়েছে। প্রগতিশীল মানুষও নিরাপদে ফিরতে পারছেন না। সবাই যখন নিজের দেশে নিরাপদে থাকতে পারবে, তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে। এছাড়াও ভারত তথা অন্যান্য পড়শি দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সরব হয়ে তিনি বলেন, 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাই। এক দেশ, এক আইন, সবার জন্য সমান আইন থাকা উচিত। শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেও এই ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন।'

যদিও অতীতের মতো রবিবারেও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও কড়া মন্তব্য করেন তসলিমা। তিনি বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে মাদ্রাসায় জেহাদি তৈরি হয়। কিছু মাদ্রাসায় শিশু নির্যাতন ও যৌন নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নয়।' শুধু তাই নয়, নারী অধিকার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'যে ধর্ম নারীকে যৌন দাসী হিসেবে গণ্য করে, আমি সেই ধর্মের সমালোচনা করি। সমালোচনা না-করলে সংস্কার সম্ভব নয়। এই অবস্থান থেকে আমি কখনও সরে আসব না।'

নিজের বক্তব্যকে রাজনৈতিক রং না-দেওয়ার আবেদন জানিয়ে তসলিমা বলেন, 'আমার কথার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। আমি মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী। কোনও সরকার নিরাপত্তা দিলে, সেটা তাদের দায়িত্ব। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাই। এক দেশ, এক আইন, সবার জন্য সমান আইন থাকা উচিত। শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেও এই ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন। —তসলিমা নাসরিন

সোনাজয়ী অস্মিতাকে শুভেচ্ছা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ জুডো প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রথমবার স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস গড়েছেন ত্রিপুরার ক্রীড়াবিদ অস্মিতা দে। এই সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে রবিবার শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় ভারতের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জিতে অস্মিতা দে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছেন। তাঁর এই কৃতিত্ব গোটা দেশের পাশাপাশি বাঙালি সমাজের কাছেও গর্বের।' অস্মিতার ব্যক্তিগত সংগ্রামের কথাও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সম্প্রতি পিতৃবিয়োগের গভীর শোকের মধ্যেও তিনি দেশের জন্য লড়াই করে অসাধারণ মানসিক শক্তি ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই সাফল্য অসংখ্য ভারতীয়, বিশেষ করে তরুণীদের বড় স্বপ্ন দেখতে এবং নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে।

এছাড়াও অস্মিতার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, তিনি আগামী দিনেও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের তেরঙ্গাকে আরও বহুবার গৌরবান্বিত করবেন। কমনওয়েলথ গেমসে অস্মিতা দের এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর দেশের বিভিন্ন মহল থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।

হামিম-অর্পিতাকে মুখোমুখি জেরা ! তদন্তে নতুন তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের জইশ-ই-মহম্মদের সন্দেহভাজন যোগ এবং পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের অভিযোগে ধৃত হামিম মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পাচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেই সূত্র ধরেই শনিবার ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হামিমের ঘনিষ্ঠ পরিচিত অর্পিতা সরকারকে। এসটিএফের তদন্তকারী অধিকারিকদের ধারণা, দু'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

এসটিএফ সূত্রের দাবি, হামিমের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করেই তদন্ত এগিয়েছে। তাকে জেরায় মূলত জানতে চাওয়া হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গতিবিধি সম্পর্কে সে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করত, কারা সেই তথ্য সরবরাহ করত এবং কী উপায়ে তা অন্যত্র পৌঁছে দেওয়া হত। এই নিয়ে তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন বলে দাবি, হামিমের সঙ্গে পাকিস্তানে থাকা একাধিক হ্যান্ডলারের যোগাযোগ ছিল। তাঁদের নির্দেশেই পুলিশের পোশাক সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিল কি না, কার সাহায্যে সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং এর পিছনে আর কারা জড়িত থাকতে পারে, সে বিষয়েও বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

এছাড়াও তদন্তে উঠে এসেছে, রেলস্টেশন-সহ একাধিক জনবহুল এলাকা সম্ভাব্য লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। হামিমের মোবাইল থেকে বিভিন্ন স্থানের রুট ম্যাপও উদ্ধার হয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। পাশাপাশি, সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় তরুণদের টার্গেট করে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত করার চেষ্টা চলছিল বলেও তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান। সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, অর্পিতা সরকারের ভূমিকা নিয়েও তদন্তে নতুন তথ্য সামনে এসেছে। এসটিএফ সূত্রের দাবি, আবিদ জাট ৩৩৩ এবং হামাদ নামে দু'টি এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলের সঙ্গে অর্পিতার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। শুক্রবার এসটিএফের আইজি জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে অর্পিতার সরাসরি যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। এই প্রসঙ্গে তদন্তকারীদের দাবি, ওই কথোপকথনের মধ্যে তথাকথিত 'হানিট্র্যাপ' সংক্রান্ত আলোচনারও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

এসটিএফ তদন্তে আরও জানা গিয়েছে বলে দাবি, দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সূত্রের বক্তব্য, পুলিশের পোশাক সংগ্রহ করে দিল্লি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল হামিম। কিন্তুপোশাক হাতে পাওয়ার আগেই যন্তর মন্তরের ধর্না শেষ হয়ে যায়। এরপর পাকিস্তানি হ্যান্ডলাররা তাকে কিছুদিন কম সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেয়। তবে এই তথ্যের স্বাধীন সরকারি নিশ্চিতকরণ এখনও পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউজিং এলাকা থেকে হামিম মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তদন্তকারীদের অভিযোগ, তার সঙ্গে জইশ-ই-মহম্মদ এবং পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের যোগাযোগের প্রাথমিক তথ্য মিলেছে। সেই তদন্তের ধারাবাহিকতাতেই প্রযুক্তিগত নজরদারি ও তথ্য যাচাইয়ের ভিত্তিতে সাহেবগঞ্জে অভিযান চালিয়ে অর্পিতা সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসটিএফ তদন্তকারীদের মতে, এই গ্রেপ্তার মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দিয়েছে।

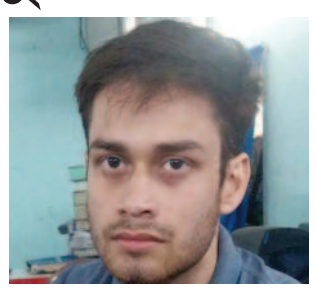

বুলেটপ্রুফ গাড়িতে কাঁথি থেকে কলকাতায় শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা রবিবার থেকে আরও জোরদার করল রাজ্য প্রশাসন। রবিবার কাঁথির বাড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশে তিনি প্রথম বার বুলেটপ্রুফ গাড়িতে রওনা দেন। সম্প্রতি সন্দেহভাজন জইশ-ই-মহম্মদ সদস্য হামিম মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর তদন্তে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসায় এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ধৃত হামিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পাকিস্তানি হ্যান্ডলাররা মুখ্যমন্ত্রীর চলাফেরা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছিল। বিশেষ করে তাঁর নিরাপত্তাহীন বা অরক্ষিত যাতায়াতের সুযোগ আছে কি না, সে বিষয়ে নজর রাখতে বলা হয়েছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। সেই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করে বুলেটপ্রুফ গাড়ি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

যদিও এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসার পরেই পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেছিলেন, ক্ষমুখ্যমন্ত্রীর বুলেটপ্রুফ গাড়ি ব্যবহার করা উচিত। জ্যামারও থাকা প্রয়োজন।ক্ষ্ম একই মতামত ব্যক্ত করেছিলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। রবিবার সেই সুপারিশ কার্যকর হতে দেখা যায়। কাঁথি থেকে রওনা দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর আগের ব্যবহৃত গাড়িটিও কনভয়ে ছিল। তবে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রার জন্য তিনি বুলেটপ্রুফ গাড়িকেই বেছে নেন। তাঁর নিরাপত্তায় রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও মোতায়েন রয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই ও এগরার বিজেপি বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী বলেন, ক্ষ্মবাংলার মানুষ শুভেন্দুবাবুর পাশে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, এসটিএফ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

সাহিত্যজগতেও 'থ্রেট কালচার' ছিল, বিস্ফোরক জয় গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার তসলিমা নাসরিনের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবি জয় গোস্বামীকে নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের পর, রবিবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কবি নিজেই। সাহিত্যজগতেও একসময় হুমকি ও ভয়ের পরিবেশ ছিল বলে রবিবার দাবি করলেন বিশিষ্ট কবি জয় গোস্বামী। দীর্ঘদিন প্রকাশনা জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার কারণ প্রসঙ্গে মুখ খুলে তিনি বলেন, সব কথা এখনই বলা সম্ভব নয়। সময় এলেই ধাপে ধাপে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে।

জয় গোস্বামী জানান, 'তিন বছর আগে আমি মুদ্রণ জগৎ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছি। কেন এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, তা একদিনে বলা সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবাই বুঝতে পারবেন কেন আমি সরে গিয়েছিলাম। সব কথা বলারও একটা সঠিক সময় থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'ক্রিকেটে যেমন একজন ব্যাটার বোঝেন কোন বল খেলবেন আর কোনটা ছেড়ে দেবেন, তেমনই জীবনের অনেক কথাও সঠিক সময়ে বলা প্রয়োজন। টাইমিং খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

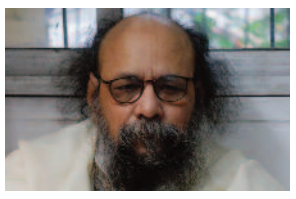

সাহিত্যজগতে দীর্ঘদিন নীরব থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জয় গোস্বামী বলেন, 'সময় এগোলে বোঝা যাবে কেন আমি নিজের কাঁধে দায় নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই সময়ে আমার কবিতা লেখা হয়নি। তাই নিজেকে আরও প্রস্তুত করার জন্য মুদ্রণ জগৎ থেকে দূরে গিয়েছিলাম।' এদিন স্বাস্থ্য ও চলচ্চিত্র জগতের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হুমকির সংস্কৃতি ছিল বলে দাবি করে কবির বক্তব্য, 'একদিন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে হুমকি প্রথা ছিল, তার প্রমাণ সামনে আসবে। কিন্তু সেটা রুখতে বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমি নিজের আয়ুক্ষয় করতে পারব না। তাতে অল্পবয়সিদেরও রক্ষা করা সম্ভব হবে না।' জয় গোস্বামীর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মহলে নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যের পর ভবিষ্যতে তিনি আরও তথ্য প্রকাশ করবেন কি না, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে।

বালি-ইটে রাস্তা দখলে জরিমানা, পুজো পর্যন্ত হকার উচ্ছেদ নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ি নির্মাণের সামগ্রী রাস্তার ওপর ফেলে রেখে সাধারণ মানুষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো আর বরদাস্ত করা হবে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে জরিমানা করা হবে বলে রবিবার জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। একইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেছেন, দুর্গাপুজো পর্যন্ত রাজ্যে কোনও হকার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে না। তবে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করলেও, ছাড় দেওয়া হবে না বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, বাড়ি বানাচ্ছেন, বাড়ির ভিতর জিনিসপত্র রাখুন। রাস্তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি নয় যে ইট, বালি বা স্টোন চিপস ফেলে রাখা যাবে। একদম মানা যাবে না।

রবিবার মন্ত্রী আরও জানান, বাড়ি তৈরির সময় যদি রাস্তার ওপর বালি, ইট বা স্টোন চিপস ফেলে রাখা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানার ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর কথায়, একজনের বাড়ি তৈরির জন্য অন্যদের ভোগান্তি হতে পারে না।

এছাড়াও খালি জমি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়েও কড়া বার্তা দেন তিনি। অগ্নিমিত্রা বলেন, যেখানে খালি জমি রয়েছে, সেটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা মালিকের দায়িত্ব। ৩০ বছর পরে বাড়ি করবেন বলে এখন ঝোপঝাড় বা নোংরা জমি ফেলে রাখা চলবে না। একজনের জমির কারণে অন্যদের সমস্যায় পড়তে হবে, তা মেনে নেওয়া হবে না।পাশাপাশি রাজ্যে হকার উচ্ছেদ প্রসঙ্গেও এদিন সরকারের অবস্থান ফের স্পষ্ট করেন পুরমন্ত্রী। তিনি জানান, দুর্গাপুজো পর্যন্ত কোনও হকার উচ্ছেদ করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যদিও এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করার অনুমতি নেই।

অনিলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট: প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিপুল টাকা জালিয়াতির অভিযোগে শিল্পপতি অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, ইপিএফওতে ১৮১২.২২ কোটি টাকা প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক ২১ জুলাই অনিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। তার প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অনিলের মুখপাত্র।

সিবিআইয়ের তরফে দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০১৩-১৪ সালে রিলায়েন্স ক্যাপিটালের 'সিকিয়োর্ড নন-কনভার্টিবল ডিবেঞ্চারে' ২,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল ইপিএফও। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও সেই টাকা ফেরত দেয়নি সংস্থা। পরে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের (এনসিএলটি) অনুমোদনক্রমে ২০২৪ সালে ইপিএফওকে ১৪৯২ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়। তারপরও ১০০৭ কোটি টাকা ও সুদ বাবদ আরও ৮০৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৮১৬ কোটি টাকা বকেয়া থেকে যায়। বিপুল পরিমাণ এই টাকা বকেয়া থাকায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে ইপিএফও। যার জেরে দায়ের হয় অভিযোগ।

ইপিএফওতে ১৮১২.২২ কোটি টাকা প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক ২১ জুলাই অনিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল ইতিমধ্যেই এই মামলার তদন্ত শুরু করেছে ইডি। এই মামলার তদন্তে এখনও পর্যন্ত ইডি যে নথি পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৯ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত রিল ক্যাপ ও সংস্থা পরিচালনার দায়িত্বে থাক ব্যক্তিরা প্রতারণামূলক লেনদেন করেছেন। তবে এফআইদার দায়ের হলেও যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অনিলের মুখপাত্র। তিনি বলেন, সিবিআই যে অভিযোগ দায়ের করেছে সেটি মূলত রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেডের বিরুদ্ধে। অনিল আম্বানি ২০০৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এই সংস্থার নন-এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ছিলেন। ২০২১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বোর্ড বাতিল করে সেখানে প্রশাসন নিয়োগ করে। অনিলের বিরুদ্ধে ওঠা খারিজ করে আইনি পদক্ষেপের বার্তা দেওয়া হয়েছে।

তরুণরা মাদকাসক্তির শিকারে হারায় স্বপ্ন: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট: নেশা-মুক্ত থেকে সম্ভাবনাকে রক্ষা করতে হবে, তরুণ প্রজন্মকে বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নেশা মুক্ত যুবা বিকশিত ভারত অভিযানের সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, নেশামুক্ত থেকে আপনাকে আপনার সম্ভাবনাকে রক্ষা করতে হবে। আপনাকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে, মাদক হয়তো ক্ষণিকের জন্য আপনাকে নেশার ঘোরে বা উত্তেজনায় রাখে, কিন্তু তা আপনার কেরিয়ার ও পরিবারকে তলানিতে নিয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের পরিবারের কোনও সন্তান যদি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, তবে সামাজিক মর্যাদার খাতিরে তা গোপন করা উচিত নয়। এর পরিবর্তে, আমাদের উচিত সম্ভাব্য সব উৎস থেকে সহায়তা নেওয়া এবং নিশ্চিত করা যে শিশুটি যেন সময়মতো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও সহায়তা পায়। একইসঙ্গে, পরিবারের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে সন্তানরা তাদের উদ্বেগের কথা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে, তারা মাদকের ফাঁদে পা দেওয়ার আগেই আমরা তাদের সঠিক পথে পরিচালিত ও সহায়তা করতে পারব।'

দেশের যুবসমাজের কাছে বিশেষ আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'আপনারাই ভারতের 'অমৃত প্রজন্ম'। আগামী ২০-২৫ বছরে আপনারাই আপনাদের জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করবেন, আপনারাই ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে 'বিকশিত ভারতে'র লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন এবং আপনারাই এর সর্বোচ্চ শিখরে আসীন হবেন। সেই সাফল্যের সমস্ত সুফল ও আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ কেবল আপনাদেরই হবে। দেশের প্রয়োজন আপনাদের প্রাণশক্তি, সৃজনশীলতা ও মেধা, তাই দেশের স্বার্থে এবং নিজেদের জীবনের জন্য মাদকমুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নেশা মুক্ত যুবা বিকশিত ভারত অভিযানের সূচনা করেন। এই অভিযান চলবে ১০০ সপ্তাহব্যাপী। এই অভিযানের সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আসন্ন ১০০টি রবিবার 'মাদক-মুক্ত ভারত' গড়ার পথে ১০০টি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হয়ে

উঠবে। হাজার হাজার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী অনলাইনে এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সমাজের সমর্থন এবং যোগব্যায়াম ও ধ্যানের শক্তি, এসবই মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভ্যন্তরীণ সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে তোলে। আর বর্তমানে মাদক ছাড়তে সহায়তা করার জন্য আমাদের কাছে পুনর্বাসন কেন্দ্রের মতো সুবিধাও রয়েছে।'

দেশের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন করছি, আপনারাই এই মহান আন্দোলনের নেতা। আপনারা আমার এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছেন, ভারতের যুবসমাজ অত্যন্ত সচেতন, বিচক্ষণ এবং নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত আন্তরিক। এই প্রচারণার জন্য আমি আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।' কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছেও একটি আবেদন জানাতে চাই। পাঠদানের পাশাপাশি, অনুগ্রহ করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মাদকের বিপদ নিয়েও আলোচনা করুন। আপনাদের ক্যাম্পাসে নেশার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন শুরু করুন। আপনাদের প্রচেষ্টা বড় সাফল্য বয়ে আনতে পারে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার 'নেশা মুক্ত যুবা ফর বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযানে'র সূচনা করেছেন। এই অভিযানের অধীনে জন অংশীদারিত্বের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দেশের যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যখন কোনও তরুণ মাদকাসক্তির শিকার হয়, তখন কেবল সেই ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং একটি স্বপ্নও হারিয়ে যায়।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বৈরী রাষ্ট্রগুলো আমাদের তরুণদের মাদকাসক্তির ফাঁদে ফেলার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মতো দেশকে ধ্বংস করার পাশাপাশি মাদক সরবরাহের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা তাদের সেই ধ্বংসাত্মক ও অশুভ পরিকল্পনারই একটি অংশ।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'এখন আমরা যে অভিযানের সাক্ষী হচ্ছি, তা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য, সর্বোপরি, তা দেশের জন্য। 'বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযানে'র অন্তর্গত 'মাদক-মুক্ত যুবসমাজ' উদ্যোগটির নাম থেকেই এর সংকল্প স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশ যখন 'বিকশিত ভারত' হয়ে ওঠার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন আমাদের যুবসমাজের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং মাদকের মরণঘাতী অভ্যাস থেকে চিরতরে মুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি। এই অভিযানের লক্ষ্য সেটাই। গত বছর কাশী থেকে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে এই অভিযানের সূচনা হয়েছিল। কোটি কোটি দেশবাসীর কল্যাণে এখন ১২৫টিরও বেশি আধ্যাত্মিক সংগঠন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।'

সবজির দাম খতিয়ে দেখতে ঝাড়গ্রামের বাজারে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সবজির কালোবাজারি রুখতে এবং সরকারি নির্ধারিত মূল্যে আনাজ বিক্রি হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে রবিবার সকালে ঝাড়গ্রাম শহরের স্টেশন মোড় সবজি বাজার ও জুবিলি মার্কেট পরিদর্শন করলেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লদীকান্ত সাউ। পরিদর্শনের পাশাপাশি কৃষকদের স্বার্থে ঝাড়গ্রামে সরকারি উদ্যোগে দুটি হিমঘর নির্মাণের আশ্বাসও দেন তিনি। বাজার পরিদর্শনে বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামীম বিশ্বাস, ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ, ঝাড়গ্রাম পুরসভার আধিকারিক এবং প্রশাসনের অন্যান্য প্রতিনিধিরা। বিভিন্ন দোকানে গিয়ে সবজির দাম যাচাই করার পাশাপাশি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে বর্তমান বাজারদর সম্পর্কে খোঁজ নেন তিনি। কোথাও সরকারি নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে সবজি বিক্রি হচ্ছে কি না, তাও সরেজমিনে পরীক্ষা করা হয়। বাজারে আসা ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলে তাঁদের মতামত ও অভিযোগ শোনেন বিধায়ক। পরিদর্শনের ফাঁকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে চায়ের আড্ডাতেও অংশ নেন তিনি।

পরিদর্শন শেষে লদীকান্ত সাউ বলেন, বাজার ঘুরে দেখা গেছে অধিকাংশ বিক্রেতাই সরকারি নির্ধারিত মূল্যেই সবজি বিক্রি করছেন। ভবিষ্যতেও নিয়মিত এ ধরনের অভিযান চালানো হবে, যাতে সাধারণ মানুষ ন্যায্য দামে আনাজ কিনতে পারেন। কৃষকদের সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ঝাড়গ্রামে সরকারি হিমঘর না থাকায় বহু চাষিকে উৎপাদিত ফসল কম দামে বিক্রি করতে হয়। সেই সমস্যা দূর করতে বিধানসভায় দুটি সরকারি হিমঘর নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে। হিমঘর তৈরি হলে কৃষকরা ফসল সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন এবং ন্যায্য দাম পাওয়াও সহজ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এদিকে, সবজির বাজারদর নিয়ন্ত্রণে জেলার অন্যান্য এলাকাতেও অভিযান চালানো হয়েছে। লালগড় থানার আইসি সঞ্জীব ঘোষের নেতৃত্বে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে লালগড় বাজারে এবং গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং ও যুগ্ম বিডিও সুশান্ত কুণ্ডুর নেতৃত্বে গোপীবল্লভপুর বাজারে মূল্য যাচাই করা হয়।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জন্য নতুন পুরসভা তৈরি হবে, জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রবিবার শিলিগুড়ি পুরসভায় সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, নাগরিক পরিষেবা আধুনিকীকরণ, পরিচ্ছন্ন শহর, উন্নত অবকাঠামো, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়াই রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে আলাদা পুরসভা করার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে। স্থানীয় বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জির বিধানসভায় উত্থাপিত দাবির উপর জোর দিয়ে এই বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই নতুন পুরসভা গঠনের কাজ শুরু হবে।

এছাড়াও শিলিগুড়িকে 'হিমালয়ান সিটি' তথা আধুনিক স্মার্ট শহর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। এই প্রকল্প বাস্তবে রূপান্তরিত হলে শিলিগুড়ি উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব পাবে। কোচবিহারের উন্নয়নে প্রায় ৩০ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোচবিহরকে 'স্মার্ট সিটি' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। শিলিগুড়িতে চালু হবে অ্যাপ-ভিত্তিক ও অনলাইন পার্কিং ব্যবস্থা। ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। সব পার্কিং হবে বৈধ ও নিয়ন্ত্রিত। পার্কিং কর্মীদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ও পরিচয়পত্র থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে যানজট কমাতে মাল্টি-লেভেল পার্কিং নির্মাণ করা হবে। সাফাই কর্মীদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে দুপুর ও সন্ধ্যায় আরও দু'দফা রাস্তা ঝাঁট দেওয়া হবে। শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শিলিগুড়িতে প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে ময়লা পরিষ্কারের কাজ শুরু হবে। শিলিগুড়িতে ওয়ান-সাইড পার্কিং চালুর কথাও ঘোষণা করেন তিনি। এতে শহরের যানজট অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে বলে আশা প্রশাসনের কাছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাসস্টপ তৈরি হবে। সেখানে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে বাসের সময়সূচি, মোবাইল চার্জিং ব্যবস্থা, বসার জায়গা, নবজাতকের পরিচর্যার টেবিল এবং হ্যাঙ্গিং গার্ডেন থাকবে। এ বছর দুর্গাপুজোর আগেই মদনমোহন, ভ্রামরীদেবী ও জল্পেশ মন্দিরে উন্নয়নের কাজ শুরু হবে। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক ও শিলিগুড়িতে ট্র্যাফিক, পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে এবং জলের কষ্ট মেটানো হবে। সিঞ্চল লেকের প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে পাহাড়ে পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার, প্রকাশ্যে থুতু ফেললে এবং নোংরা করলে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে। বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হবে। যে কোনও জায়গায় নোংরা বা জল জমে থাকলে আরও তার ফোটো তুলে পুরসভা আপে পাঠালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিষ্কার করা হবে সেই জায়গা। ১ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপ-ভিত্তিক পার্কিং ব্যবস্থা চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে জরিমানার ব্যবস্থাও থাকবে। শহরের অবৈধ নির্মাণ, অনিয়ন্ত্রিত হকারদের দখলদারি এবং রাস্তার ওপর নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। শিলিগুড়িতে এমনটাই বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩ রা আগষ্ট। ১৭ ই শ্রাবন। সোমবার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আন্তর্জাতিক বান্ধব দিবস। নাগ পনঞ্চমী তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, **Deepshikha Bhattacharjee,** D/O Dibakar Bhattacharjee, residing at Surendra Nath Dutta Road, Panihati, P.S. Ghola, P.O. Natagarh, Kolkata-700113, do hereby declare that due to inadvertence my name has been recorded **"Deep Sikha Bhattacharya"** in my birth certificate instated of my actual name **"Deepshikha Bhattacharjee". "Deepshikha Bhattacharjee"** and **"Deep Sikha Bhattacharya"** is the same and one identical person through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Barrackpur, North 24 Parganas dt. 14.07.2026.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মহামান্য প্রথম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন সদর - আদালত, চুঁচুড়া
রেফা: দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমা নং - ৩৯/২৪
১৬/১৯৯৯ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা হইতে উদ্ভূত
ডিক্রীদার :- পঞ্চানন সরকার, দীং
বনাম
দেনী :- শ্রীমত্যা সরস্বতী সরকার, দীং

১/(এ) নং দেনী - শ্রীমত্যা সরস্বতী সরকার, স্বামী মৃত ধীরেন সরকার, ঠিকানা - উত্তর চন্দননগর - পোঃ - বুড়োশিবতলা, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী **১/(সি) নং দেনী - শ্রীমতী সীমা হালদার,** স্বামী- শ্রী সুভাষ হালদার, সাং - গ্রাম-ভবানীপুর, পোঃ ও থানা - বনগাঁ, জেলা - উত্তর - ২৪ পরগণা, **১/(ডি) নং দেনী - শ্রীমতী শিলা হাজরা,** স্বামী শ্রী নিতীশ হাজরা, সাং- পূর্ব মালোপাড়া, সাতগাছিয়া, মালোপাড়া, থানা- কালনা, পোঃ- পূর্ব সাতগাছিয়া, জেলা – বর্ধমান, **১/(ই) শ্রীমতী প্রতিমা বিশ্বাস,** স্বামী - শংকর বিশ্বাস, প্রযত্নে - টুগলু - পাল, সাং গ্রাম - শিমুলতলা, পোঃ ও থানা বনগাঁ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা

এতদ্বারা আপনাদেরকে জানানো যাইতেছে যে,:- আপনাদের/দেনীদারদের বিরুদ্ধে জেলা- হুগলী থানা-চুঁচুড়া, মৌজা-উত্তর চন্দননগর, জে.এল. নং ২১ আর.এস. খতিয়ান: ৮২৩, ৩৮৫৯ (অঃ কৃঃ) সাবেক দাগ নং ২৪৫৮ (পি),হাল দাগ নং- ৪৬৪৭ - মহল্ল্যা দাস গলি, ওয়ার্ড নং ৩০, হুগলী চুঁচুড়া, পৌরসভার অন্তর্গত, পরিমান ৮ কাঠা ৪ ছটাক মায় ঘর সহ সম্পত্তি লইয়া ১৬/১৯৯৯ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় উচ্ছেদের জন্য ৩০/০৩/১৫ তারিখে ডিক্রী হইয়াছে। আপনাদের/ দেনীদারদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে, উক্ত দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমায় আপনাদের (দেনী / বিবাদীগনকে) নোটিশ জারি করিবার কালে উক্ত নোটিশ ইচ্ছাকৃত ভাবে এ্যাভয়েড করিতেছেন। উক্ত জারী মোকর্দ্দমায় আপনাদের কোনরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনারা স্বয়ং অথবা আপনার/ আপনাদের ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমায় এক তরফা রায় প্রদান হইবে।

বাদী/ডিক্রীদার এর উকিলবাবুর নাম
শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর বৈরাগী, সেরেস্তাদার
জেলা হুগলী প্রথম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন সদর - আদালত, চুঁচুড়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

'আইন মেনেই ব্যবস্থা হোক, নিরাপত্তা ও দুর্নীতি, দুই ক্ষেত্রেই আপস নয়'

রাজ্য সরকারকে বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মদের দোকানের লাইসেন্স নীতি, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এই সব কটি বিষয়েই তিনি দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন।

এদিন মদের দোকানের লাইসেন্স প্রসঙ্গে শমীক বলেন, সরকার যদি এক কিলোমিটারের মধ্যে নতুন লাইসেন্স না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে সেটাই সরকারের ঘোষিত নীতি আর অবস্থান। তবে আগে থেকে বৈধভাবে যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের উচ্ছেদ করার প্রশ্ন নেই। নতুন লাইসেন্স বন্ধ করা আর পুরনো ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া এক বিষয় নয়।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়েও তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে যে তথ্য সামনে এসেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও রকম শৈথিল্যের সুযোগ নেই। পাশাপাশি এদিন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, তৃণমূলের আমলে রাজ্যে সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। মানুষ তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। আইন অনুযায়ী অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

এছাড়াও বীরভূমের পাথর ব্যবসা ও সাম্প্রতিক তদন্ত প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন শমীক। তিনি বলেন, যে কোনও বেআইনি কাজের তদন্ত হোক। পঞ্চায়েত, প্রশাসন বা অন্য কোনও স্তরে অনিয়ম থাকলে আইনের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নিতে হবে। ইডি বা দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অবস্থানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই অভিযান আরও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন।

বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগও খারিজ করেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির কোনও শীর্ষ নেতার সঙ্গে বালি, পাথর, কয়লা বা অন্য কোনও বেআইনি ব্যবসার যোগ রয়েছে, এমন অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। কোথাও কোনও অভিযোগ এলে তা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হওয়া উচিত।

বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, বিজেপি রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে মানুষের মধ্যে নিয়মিত কাজ করছে। জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমেই মানুষের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা চলছে।

পিয়ারলেসের গ্রুপ রেভেনিউ ১,০০০ কোটির সীমা ছাড়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতিভা, ভাবনা কিংবা স্বপ্ন—বাংলার কোনওকালেই কমতি ছিল না। বিকশিত বাংলা ২০৪৭-এর পথে আসল প্রয়োজন সরকার, শিল্পওসমাজের একসঙ্গে পথচলা; তবেই এই সম্ভাবনা পূর্ণতা পাবে। ন'দশক ধরে 'বিং পিয়ারলেস'-এর অর্থ আমাদের কাছে একটাই—মানুষের আস্থা অর্জন আর নতুন সুযোগ তৈরি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, শুধু পুঁজিতে বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনা;গড়ে ওঠে উদ্দেশ্য আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেবা করে যাওয়ার অঙ্গীকারে। বাংলার অভ্যুদয়ের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নেওয়া ; অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠানগঠন, কর্মসংস্থান আর উন্নত স্বাস্থ্যসেবার হাত ধরে বাংলার এগিয়ে চলা— এখানেই আমরা আমাদের দায়িত্ব খুঁজে পাই।

এবছর সেই সংকল্পকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে। বাজার ছিল দুর্বল, রাজ্যে সরকার বদলেছে, আর বিশ্বজোড়া অনিশ্চয়তার ছায়া পড়েছে আমাদের কিছু ব্যবসায়। তবু আমাদের গ্রুপ রেভেনিউ পেরিয়ে গেছে ১,০০০ কোটির সীমা। যে স্বপ্ন আমরা নিজেরাই একদিন দেখেছিলাম। কলকাতা, গুয়াহাটিও বারাসাত মিলিয়ে আমাদের হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা আজ হাজার ছাড়িয়ে। আর দীর্ঘমেয়াদের কথা ভেবে স্বাস্থ্যসেবা ও রিয়েল এস্টেটে আমরা ঢেলেছি প্রায় ১, ৩০০ কোটি, বললেন পিয়ারলেসেরপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়ন্ত রায়।

পুরনো গাছ না কেটেই ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মার্কেটের পাশেই নির্মাণ হল নতুন মার্কেট প্লেস।

চাওম্যানে শুরু ওরিয়েন্টাল সি-ফুড ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষার মরশুমে খাদ্যরসিকদের জন্য বিশেষ আয়োজন করল জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ চাওম্যান। শহরের বালিগঞ্জ প্লেস শাখায় শুরু হয়েছে ওরিয়েন্টাল সি-ফুড ফেস্টিভ্যাল, যেখানে ১৮টিরও বেশি ওরিয়েন্টাল সামুদ্রিক পদের সম্ভার সাজানো হয়েছে। উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা ঋদ্ধিমা ও গৌরব চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে যোগ দেন চাওম্যান, আউধ ১৫৯০ ও চ্যাপ্টার ২ রেস্তোরাঁ-শৃঙ্খলের পরিচালক তথা বাংলা রক ব্যান্ড 'লক্ষীছাড়া'-র কিবোর্ডিস্ট দেবাদিত্য চৌধুরী। তাঁর কথায়, প্রতি বছর নতুন স্বাদ উপহার দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এই আয়োজন করা হয়। চিংড়ি, কাঁকড়া, লবস্টার, অক্টোপাস-সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অনুপ্রেরণায় তৈরি একাধিক বিশেষ পদ ইতিমধ্যেই খাদ্যরসিকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

দিল্লির হোটেল অশোকে অনুষ্ঠিত হল জ্ঞান ভারতম মিশনের অধীনে পাণ্ডুলিপি ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কর্মশালা। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সেক্রেটারি ড. সৌমিত্র মোহন ও তথ্য সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

রবিবার রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ হল গোধূলি সীমান্তে, নাট্যরূপ ও নির্মাণে ছিলেন সৌমেন ভৌমিক।

শিয়ালদহ স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম বিভাজনের নতুন ব্যবস্থা, যাত্রী পরিষেবায় বড় উদ্যোগ পূর্ব রেলের

দেবাশিস দে ● কলকাতা

যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ, দ্রুত ও সুশৃঙ্খল করতে শিয়ালদহ স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে বড় পরিবর্তন আনল পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম)-এর উদ্যোগে বিভিন্ন রুটের ট্রেনের জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম বরাদ্দ করা হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে যাত্রীদের প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পেতে সুবিধা হবে এবং স্টেশনের অতিরিক্ত ভিড়ও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে রেল কর্তৃপক্ষের আশা।

নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী;

১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম মেইন লাইন লোকাল ট্রেন। এই প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, গেদে, লালগোলা, রানাঘাট, নৈহাটি ও ব্যারাকপুরগামী ট্রেন চলাচল করবে।

৬ থেকে ১০ নম্বর প্ল্যাটফর্ম নর্থ লাইন লোকাল ট্রেন। বনগাঁ, বারাসাত, দত্তপুকুর, হাসনাবাদ ও হাবড়াগামী ট্রেন এখান থেকে ছাড়বে।

১১ থেকে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সমস্ত মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৫ নম্বর ও তার পরবর্তী প্ল্যাটফর্ম সাউথ সেকশনের লোকাল ট্রেন। নামখানা, সোনারপুর, ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মন্ড হারবার ও বজবজ শাখার ট্রেন এখান থেকে চলবে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্ষাকালে সবজির সরবরাহ কিছুটা কম থাকায় দাম বেড়েছে ঠিকই, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

সরকারি নির্ধারিত মূল্যের মধ্যেই বিক্রি হচ্ছে আনাজ। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্ল্যাটফর্ম বিভাজনের ফলে যাত্রীদের অপ্রয়োজনীয় দৌড়ঝাঁপ কমবে, ট্রেন ধরতে সময় বাঁচবে এবং স্টেশনের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। পাশাপাশি প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর হওয়ায় ট্রেন পরিচালনাতেও শৃঙ্খলা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রী ব্যবহার করেন শিয়ালদহ স্টেশন। সেই কারণে যাত্রী চলাচলকে আরও সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ করতে পূর্ব রেল ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। সম্প্রতি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের জন্য পৃথক প্রবেশদ্বার চালু করার পর এবার নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম বরাদ্দের এই উদ্যোগও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ৩ অগস্ট ২০২৬, ১৭ শ্রাবণ ১৪৩৩, সোমবার

জুলাইয়ে রাজ্যের জিএসটি আদায়ে ৪৮২ কোটি টাকার রাজস্ব বৃদ্ধিতে আশাবাদী সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) আদায়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে, এমনটাই রাজ্য অর্থ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী জানানো হয়। জুন মাসের তুলনায় জুলাইয়ে জিএসটি সংগ্রহ বেড়েছে ৪৮২ কোটি টাকা। এই সময়ে রাজ্যে মোট জিএসটি আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৫৬৪ কোটি টাকা। জুন মাসে সেই অঙ্ক ছিল ৫,০৮২ কোটি টাকা।

রাজ্যে পালা বদলের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজস্ব বৃদ্ধি এবং আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরাতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দাবি, সেই উদ্যোগেরই ফল জিএসটি সংগ্রহে দেখা যেতে শুরু করেছে। সম্প্রতি নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের আয় বৃদ্ধির পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, ১০ সপ্তাহে আমার সরকারের আয় ১২ শতাংশ বেড়েছে। তাঁর এই বক্তব্যের পরই জুলাই মাসের জিএসটি আদায়ের পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসে।

অর্থনৈতিক মহলের একাংশের মতে, জিএসটি সংগ্রহ বৃদ্ধি বাজারে কেনাবেচা ও ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। একই সঙ্গে কর ফাঁকি রোধে প্রশাসনের নজরদারি জোরদার হওয়াও এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভুয়ো বিল ও অনিয়ম রুখতে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি ই-ওয়ে বিল ব্যবস্থার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, কর সংগ্রহে আরও স্বচ্ছতা আনতে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ চলছে। ভুয়ো বিল ও ইনভয়েস রুখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি বাজারে লেনদেনও বেড়েছে। এই দুইয়ের ফলেই জিএসটি আদায়ে ইতিবাচক ফল মিলেছে। উৎসবের মরশুমে এই রাজস্ব আরও বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী। জিএসটি রাজ্যের নিজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। রাজস্ব বৃদ্ধি পেলে সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে আর্থিক চাপ কিছুটা কমবে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ। তাই সামনে দুর্গাপুজো-সহ একাধিক উৎসব থাকায় আগামী মাসগুলিতে জিএসটি সংগ্রহ আরও বাড়তে পারে বলেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

রক্ত ও প্লাজমা স্থানান্তরে কড়া নজরদারি, নতুন নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে রক্ত ও রক্তের উপাদান, বিশেষ করে প্লাজমার বৃহৎ পরিমাণ স্থানান্তর করতে ও বিক্রিতে স্বচ্ছতা আনতে নতুন নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য দপ্তর। নতুন নিয়মে সরকারি, বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির জন্য একগুচ্ছ বাধ্যতামূলক শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দপ্তর সূত্রে খবর, এই নতুন নির্দেশিকার উদ্দেশ্য, রক্তের অপব্যবহার ও অনিয়ম রোধ করা এবং নিরাপদে সরবরাহকে নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য দপ্তরের জারি করা নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বিপুল পরিমাণ রক্ত বা প্লাজমা পাঠানোর আগে সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাঙ্ককে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের অনুমতি নিতে হবে। পাশাপাশি রক্তের প্রেরক, গ্রহীতা, রক্তের গ্রুপ এবং কত ইউনিট পাঠানো হচ্ছে, সেই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আগাম জমা দিতে হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তর আরও জানিয়েছে, রক্ত পরিবহণের সময় নির্ধারিত তাপমাত্রা ও সংরক্ষণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। রক্ত পাঠানোর দায়িত্বে থাকা ব্লাড ব্যাঙ্ককে নিরাপদ পরিবহণ নিশ্চিত করতে হবে, আর যে ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্ত গ্রহণ করবে, তাদের সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জারি হওয়া নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, রক্তদাতার সম্মতিপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে যে, প্রয়োজনে তাঁর দেওয়া রক্ত অন্য কোনও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্লাড ব্যাঙ্কেও ব্যবহার করা যেতে পারে। একইসঙ্গে প্রতিটি রক্তের ইউনিটের সঙ্গে ট্রান্সফিউশন ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন (টিটিআই) পরীক্ষার রিপোর্ট এবং পরিবহণ-সংক্রান্ত নথি সংযুক্ত রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এছাড়াও জটিলতার দায়বদ্ধতার বিষয়েও স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রক্তের ব্যাচ নম্বর বা ক্রস-ম্যাচিং সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়া অন্য সমস্ত জটিলতার দায় থাকবে রক্ত সরবরাহকারী ব্লাড ব্যাঙ্কের। আর ক্রস-ম্যাচিং সংক্রান্ত দায়িত্ব থাকবে রক্ত গ্রহণকারী ব্লাড ব্যাঙ্কের।

এছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তর স্পষ্ট করেছে, কোনও ব্লাড ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র নিজেদের প্রতিষ্ঠানের রোগীদের জন্য রক্ত মজুত করে রাখতে পারবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী সব রোগীকেই রক্ত সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের আশা, নতুন এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে রক্ত ও প্লাজমা স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আসবে এবং রোগীদের নিরাপদ ও ন্যায্যভাবে রক্ত পাওয়া নিশ্চিত হবে।

২০১৬ সালে চাকরি হারিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন কয়েকজন যোগ্য স্কুলশিক্ষিকা, সেই সব শিক্ষক পরিবারের পাশে সরকারকে দাঁড়ানোর দাবি জানিয়ে ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেল থেকে শহিদ মিনার পর্যন্ত শিক্ষকদের শোক মিছিল। ছবি: অদিতি সাহা

সরকার শিল্পায়নের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সরকার শিল্পায়নের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে। রবিবার বিজেপির বীজপুর-৪ মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। এদিন মন্ত্রী বলেন, যারা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেন। সেই জুটমিলের শ্রমিকরাও রক্তদান উৎসবে সামিল হয়েছেন, এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। তিনি দলীয় কর্মীদের বেশি

মাত্রায় সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দিলেন। অপরদিকে বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, রক্তের সংকট মোচনে গোটা বীজপুর জুড়ে রক্তদান শিবির করার তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে রক্তদাতার সংখ্যা যাদের বেশি হবে, তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন বীজপুর-৪ মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবে, শ্রমিক নেতা ধীরাজ ঝা, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায়, অরিন্দম দে প্রমুখ।

চিনা মাঞ্জায় গুরুতর জখম স্কুল শিক্ষিকা, ক্ষতবিক্ষত মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার মা ফ্লাইওভারে চিনা মাঞ্জায় ফের গুরুতর জখম এক শিক্ষিকা। চিনামাঞ্জার আঘাতে মুখের বেশ কিছু অংশ ভালোমতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর জখম এশা মণ্ডলকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতের নাক-মুখের ক্ষতস্থানে প্রচুর কাঁচের গুঁড়ো ছিল। তার চোখে চশমা থাকায় চোখের ক্ষতি হয়নি। হাসাপাতাল সূত্রে খবর, ওই আহত মহিলা আপাতত স্থিতিশীল।

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের বাসিন্দা হলেও বেশ কয়েকবছর তিনি কলকাতাতেই থাকেন। শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষিকতার চাকরি। শনিবার রাতে অ্যাপ-বাইকে মা ফ্লাইওভার দিয়ে যাচ্ছিল তিনি। সে সময় আচমকাই তাঁর নাকে-মুখে পেঁচিয়ে যায় চিনা মাঞ্জা। বাইকের চালক সুতো দেখে মা নীচু করে নিলেও ওই মহিলা বুঝে ওঠার আগেই চিনা মাঞ্জায় জখম হন। মুহূর্তেই তাঁর মুখে একাধিকর অংশ কেটে ফালা ফালা হয়ে যায়। এরপর অ্যাপ-বাইকের চালকই তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান।

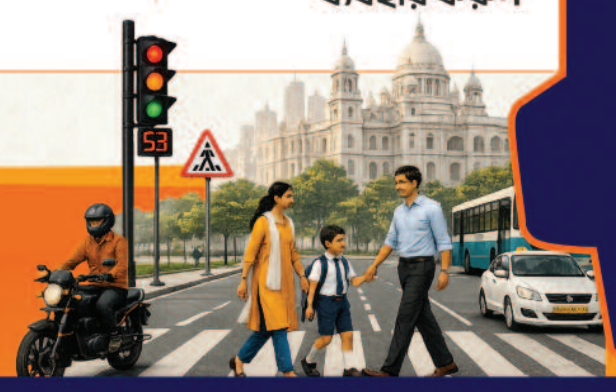

সম্পাদকীয়

গাজাতে শান্তি ফেরাতে বোর্ড অফ পিস-এর ভূমিকা এখনও পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক

অবশেষে শান্তি ফিরছে গাজা ভূখণ্ডে। অস্ত্রত্যাগ করতে রাজি হয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। উল্টো দিকে, গাজা থেকে সেনা সরাতে নীতিগত ভাবে রাজি হয়েছে তেল আভিভ। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পশ্চিম এশিয়ার জন্য। তবে সত্যিই যদি গাজায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়, তার থেকে ভালো আর কিছু হয় না। গত অক্টোবর মাসেই গাজায় যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছিল ইজরায়েল এবং হামাস। যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজার পুনর্গঠনের জন্য চলতি বছরের গোড়ায় 'বোর্ড অফ পিস' গঠন করেন ট্রাম্প। গত ফেব্রুয়ারি মাসে, ওয়াশিংটনে এই পরিষদের বৈঠকে যোগ দেয় ৪৭টি দেশ। পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসাবে ছিল ভারতও। প্রাথমিক ভাবে 'বোর্ড অফ পিস'-এর কাজ শুরু হবে গাজা দিয়ে। সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সফল হলে বিশ্বের অন্যান্য সমস্যা নিয়েও এই বোর্ড কাজ করবে। 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দিলে তিন বছরের সদস্যপদ পাবে দেশগুলি। তার পরই দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে গাজায় স্থায়ী শান্তি এবং নিরাপত্তার লক্ষ্যে এই চুক্তির ঘোষণা করেন ট্রাম্প। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, মিশরের মধ্যস্থতায় হওয়া এই চুক্তিতে সম্মত হয়েছে হামাস এবং ইজরায়েল।।গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'বোর্ড অফ পিস'-এর উদ্যোগেই এই চুক্তি হয়েছে বলেও দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। চুক্তির শর্ত হিসেবে হামাস এবং গাজা ভূখণ্ডে সক্রিয় সমস্ত সশস্ত্র গোষ্ঠী অস্ত্র ত্যাগ করবে। এই সময়ের মধ্যে গাজা থেকে ধাপে ধাপে সেনা সরাবে ইজরায়েলও। হামাস এবং অন্য গোষ্ঠীগুলির অস্ত্রত্যাগের পর্ব মিটে গেলে গাজা ভূখণ্ডে আর কোনও ইজরায়েলি সেনা থাকবে না। সেনা প্রত্যাহারের পর আন্তর্জাতিক শান্তিবাহিনী প্যালেস্টাইন পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। এই যৌথবাহিনীই গাজা এবং সংলগ্ন অঞ্চলের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দেখবে। ট্রাম্প জানান যে, নতুন প্যালেস্টাইন সরকার গাজা শাসন করবে। ওই সরকার 'বোর্ড অফ পিস' এবং প্যালেস্টাইন জনগণের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

শব্দছক ২৩৩

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. হলুদ ৩. যাওয়া ৫. মূর্তি ৬. সূর্য ৮. মস্করা ১০. তটিনী ১২. স্খলন ১৪. আমৃত্যুপ্রতিজ্ঞা ১৬. লণ্ড-এর কাব্যরূপ ১৭. সমুদ্র ১৯. ধ্বনি ২১. রান্না ২২. তার্পিন তেলের গাদ ২৩. কঠিন

ওপর-নিচ: ১. ফেরিঅলা ২. প্রাচীন ভারতের আর্যেতর আদিম জাতি ৩. ঘনজঙ্গল ৪. পুরুষ মানুষ ৭. জনহীন ৯. বড় গর্ত ১১. দরিদ্র ১২. বলপূর্বক অধিনস্ত করা ১৩. শুভ ১৪. শিখী ১৫. দময়ন্তীর বিপরীতজন ১৭. পিতা ১৮. ঘৃণাভরা খেদ উক্তি ২০. বউ-এর পুরুষ সঙ্গী

সমাধান ২৩২ — পাশাপাশি: ১. নিধি ২. ধরম ৫. বনজ ৬. মন ৭. কার ৯. চেতনাহীন ১১. কলাপাতা ১৩. অকপট ১৬. বাদল মেঘ ১৮. দম ১৯. চালা ২০. টক ২১. স্বজন ২২. দাম

ওপর-নিচ: ১. নির্দেশক ২. ধনচেতা ৩. রজত ৪. আনন ৬. মহী ৮. রলা ১০. নাবিক ১২. পায়েল ১৩. অঘটন ১৪. পদ ১৫. টমটম ১৬. বাচাল ১৭. দলা

আজকের দিন

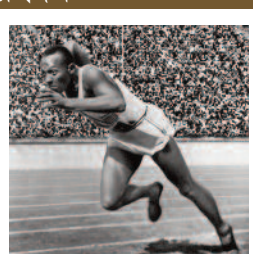

■ **১৯১৪** — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

■ **১৯৩৬** — আমেরিকান ক্রীড়াবিদ জেসি ওয়েন্স বার্লিন অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে জয়লাভ করেন।

■ **১৯৬০** — নাইজার ফ্রান্স থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

জন্মদিন

সুনীল ছেত্রী

১৯১৬ *বিশিষ্ট হিন্দি কবি শাকিল বদায়ুনির জন্মদিন।*

১৯৭৭ *বিশিষ্ট কমেডি অভিনেতা সুনীল গ্রোভারের জন্মদিন।*

১৯৮৪ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সুনীল ছেত্রীর জন্মদিন।*

পরীক্ষার খাঁচা ভেঙে মানুষের শিক্ষা: নয়া প্রজন্মের আহ্বানে নতুন ভারতের সন্ধান

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

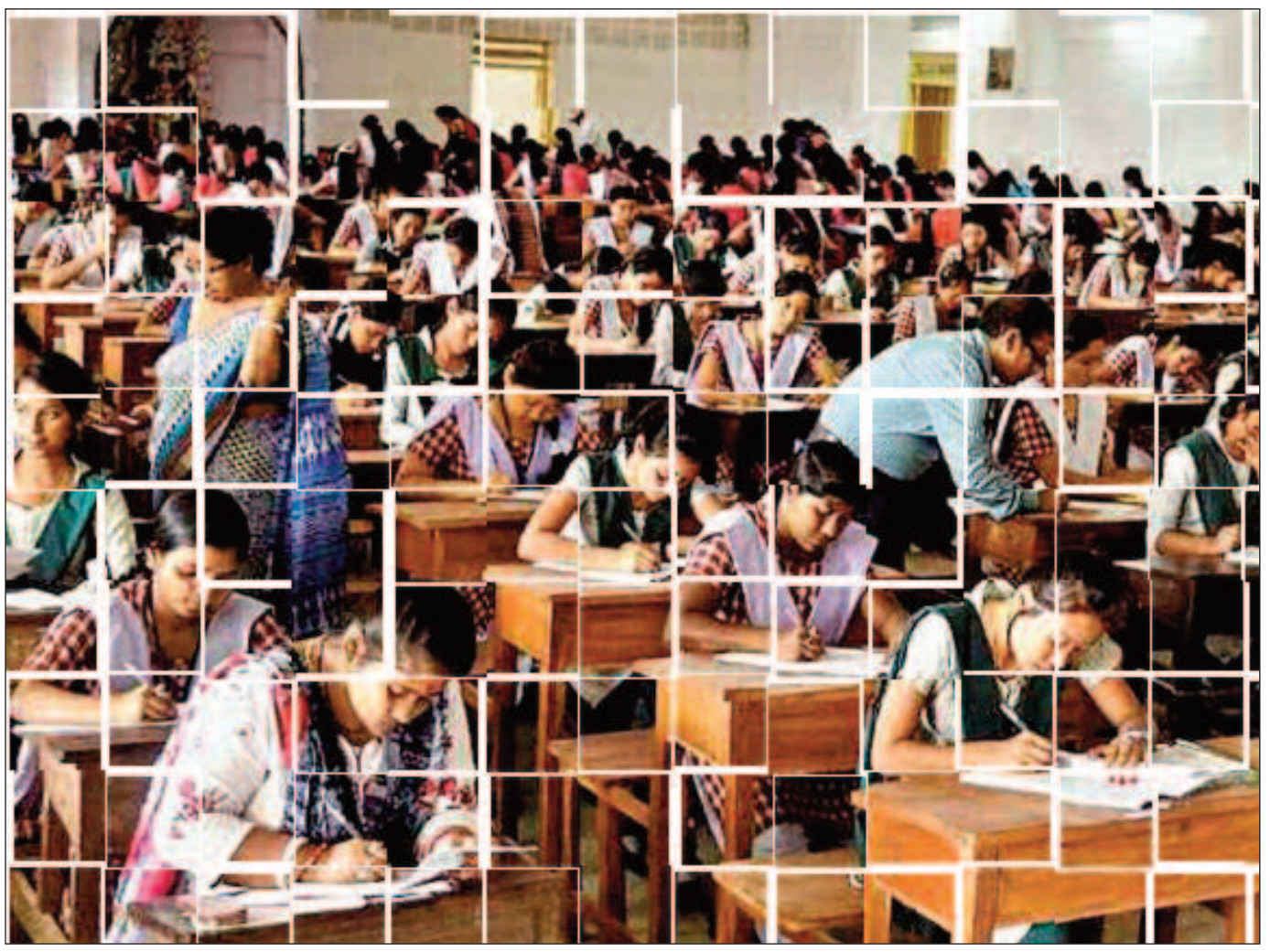

মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সময়ের দীর্ঘ স্রোতে কোথাও যেন সেই শিক্ষাই মানুষের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে শুরু করেছে। যে শিক্ষা মুক্তির পথ দেখাবে বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল, সেই শিক্ষারই একাংশ আজ বহু তরুণ-তরুণীর কাছে ভয়, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতার আরেকটি নাম। পরীক্ষার ফলাফল, র‍্যাঙ্ক, প্রবেশিকা কিংবা নম্বরের অঙ্ক যেন একজন মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে মেপে দেওয়ার একমাত্র মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে। অথচ মানুষের পরিচয় কোনও সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। মানুষের স্বপ্ন আছে, কল্পনা আছে, ব্যর্থতা থেকে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি আছে, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে ও সৃজনশীলতা আছে। শিক্ষা যদি এই বিশাল মানবিক জগতকে অস্বীকার করে কেবল উত্তরপত্রের কয়েকটি পাতায় মানুষকে বন্দি করতে চায়, তবে সেই শিক্ষা সভ্যতার পথপ্রদর্শক হতে পারে না।

সম্প্রতি দেশের তরুণ প্রজন্ম যেভাবে তাদের ক্ষোভ, হতাশা এবং প্রত্যাশার কথা উচ্চারণ করেছে, তা কেবল একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি আসলে দীর্ঘদিনের জমে থাকা এক সামাজিক অস্বস্তির বিস্ফোরণ। নতুন প্রজন্ম রাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা প্রতিযোগিতা থেকে পালাতে চায় না, কঠোর পরিশ্রম থেকেও সরে দাঁড়াতে চায় না। তারা কেবল এমন একটি ব্যবস্থার প্রত্যাশা করে যেখানে প্রতিযোগিতা মানুষের মর্যাদাকে গ্রাস করবে না, যেখানে পরীক্ষা জীবনের শেষ সত্য হয়ে উঠবে না, যেখানে একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার অর্থ জীবনের সমাপ্তি হবে না।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিচারপতি, প্রশাসক এবং গবেষক সৃষ্টি করেছে। এই অর্জন অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে আরেকটি কঠিন সত্যও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবেশিকা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক অস্বাভাবিক মানসিক চাপের সংস্কৃতি ধীরে-ধীরে লক্ষ-লক্ষ পরিবারের স্বাভাবিক জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। অনেক পরিবার তাদের সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করছে কোচিং প্রতিষ্ঠানের পেছনে। বহু কিশোর-কিশোরী প্রতিদিন এমন এক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যার কোনও হিসাব সরকারি পরিসংখ্যানে ধরা পড়ে না। সংবাদপত্রের পাতায় যখন কোনও ছাত্র বা ছাত্রীর আত্মহত্যার খবর প্রকাশিত হয়, তখন আমরা কয়েকদিন শোক প্রকাশ করি, তারপর আবার আগের ছন্দে ফিরে যাই। কিন্তু প্রতিটি এমন মৃত্যুর পেছনে একটি সমাজের ব্যর্থতা লুকিয়ে থাকে।

একটি সভ্য রাষ্ট্রের শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য মানুষের সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করা। সেই নীতি যদি মানুষের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেয়, তবে সেখানে সংস্কারের দাবি অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান সময়ে সেই সংস্কার আর বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। এই পরিবর্তন কেবল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাল্টে দিয়ে সম্ভব হবে না। বদল আনতে হবে চিন্তার ভিতরে। বদল আনতে হবে সেই ধারণায়, যেখানে সাফল্যকে কেবল কয়েকটি পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়। সমাজকে বুঝতে হবে যে একজন দক্ষ শিক্ষক, কৃষিবিজ্ঞানী, শিল্পী, গবেষক, পরিবেশবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, সমাজকর্মী কিংবা উদ্যোক্তার মূল্য কোনও অংশে কম নয়। রাষ্ট্রের অগ্রগতি বহুমাত্রিক প্রতিভার উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

আজকের তরুণ প্রজন্ম পৃথিবীকে আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় অনেক বেশি কাছ থেকে দেখছে। তারা জানে প্রযুক্তির বদলে যাওয়া পৃথিবীতে নতুন-নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। তারা বুঝতে শিখেছে যে জীবনের সাফল্য একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই কারণেই তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। শিক্ষা নিয়ে আলোচনা যদি কেবল নীতিনির্ধারক, আমলা কিংবা বিশেষজ্ঞদের টেবিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেই আলোচনার একটি বড় অংশ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ যাদের জন্য এই ব্যবস্থা, তাদের কণ্ঠস্বরই সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অভিভাবকদেরও এই পরিবর্তনের অংশ হতে হবে। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা কখনও কখনও অজান্তেই অতিরিক্ত প্রত্যাশার রূপ নেয়। সেই প্রত্যাশা যখন সন্তানের স্বাভাবিক আগ্রহ, সক্ষমতা কিংবা মানসিক অবস্থাকে অতিক্রম করে যায়, তখন ভালোবাসাও চাপের কারণ হয়ে ওঠে। প্রতিটি শিশুর নিজস্ব স্বভাব, দক্ষতা এবং স্বপ্ন থাকে। সেই স্বপ্নকে চিনতে শেখাই প্রকৃত অভিভাবকত্বের পরিচয়। সন্তানকে নিজের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বাহক বানিয়ে তোলার চেয়ে তাকে নিজের পথ বেছে নেওয়ার সাহস দেওয়া অনেক বড় দায়িত্ব।

শিক্ষকের ভূমিকাও এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে। শিক্ষক যদি কেবল পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর কারিগর হয়ে ওঠেন, তবে শিক্ষার আত্মা হারিয়ে যাবে। প্রকৃত শিক্ষক ছাত্রের ভেতরে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলেন, কৌতূহল সৃষ্টি করেন, ব্যর্থতাকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখতে শেখান এবং মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার শক্তি জাগিয়ে দেন। এমন শিক্ষাই ভবিষ্যতের সমাজকে আরও মানবিক করে তুলতে পারে।

মানুষের মেধা কখনও একমাত্র প্রশ্নপত্রে ধরা পড়ে না। একটি নির্দিষ্ট দিনে কয়েক ঘণ্টার পরীক্ষায় যে ফলাফল তৈরি হয়, তা একজন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক সক্ষমতার ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র। অথচ আমাদের বর্তমান ভর্তি-ব্যবস্থার বড় অংশ দাঁড়িয়ে আছে এই একমাত্র মানদণ্ডের উপর। ফলে যে ছাত্রটি সারা বছর ধরে নিয়মিত পড়াশোনা করেছে, গবেষণামূলক প্রকল্পে অংশ নিয়েছে, সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছে কিংবা সৃজনশীল চিন্তার পরিচয় দিয়েছে, সে অনেক সময় একটি সাময়িক মানসিক চাপ বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে পিছিয়ে পড়ে। অন্যদিকে পরীক্ষার কৌশল রপ্ত করা একজন পরীক্ষার্থী অনেক বেশি নম্বর অর্জন করলেও বাস্তব জীবনের জটিল সমস্যার সমাধানে সমান দক্ষ হবে এমন নিশ্চয়তা কোথাও নেই। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে।

এই কারণেই উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে বহুমাত্রিক রূপ দেওয়া সময়ের দাবি। বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক শিক্ষাগত সাফল্য, বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, যুক্তি নির্মাণের দক্ষতা, লিখিত অভিব্যক্তি, প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার, ব্যবহারিক কাজ, গবেষণামূলক প্রকল্প, সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, ইন্টার্নশিপ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াক্ষেত্রে অংশগ্রহণ;এসবকেই সমন্বিতভাবে মূল্যায়নের আওতায় আনতে হবে। তখন একজন ছাত্র কেবল মুখস্থবিদ্যার উপর নির্ভর করবে না। বরং তার কৌতূহল, অধ্যবসায়, সৃজনশীলতা, নেতৃত্বের ক্ষমতা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তব সমস্যার মোকাবিলা করার সামর্থ্যও গুরুত্ব পাবে। শিক্ষা তখন জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবে, কেবল পরীক্ষার সঙ্গে নয়।

বিশ্বের বহু উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ইতিমধ্যেই এই পথেই এগিয়েছে। তারা বুঝেছে যে উৎকর্ষের অর্থ শুধু দ্রুত উত্তর লেখা নয়। একজন দক্ষ চিকিৎসকের জন্য যেমন সহমর্মিতা অপরিহার্য, তেমনি একজন প্রকৌশলীর জন্য দরকার বাস্তব সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা। একজন আইনজ্ঞের জন্য প্রয়োজন বিশ্লেষণী মন, একজন শিক্ষকের জন্য প্রয়োজন মানবিকতা এবং একজন গবেষকের জন্য দরকার অদম্য কৌতূহল। এই গুণগুলির কোনোটিই একটি মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাই মূল্যায়নের ধারণাকেও মানুষের প্রকৃত বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে।

আরও একটি গভীর সংকট আজ ভারতীয় সমাজকে গ্রাস করছে। প্রবেশিকা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এমন এক বাণিজ্যিক কাঠামো তৈরি হয়েছে, যেখানে শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে পণ্য হয়ে উঠেছে। কোটি কোটি টাকার কোচিং শিল্প এমন এক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যেখানে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের গুরুত্ব ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ছাত্ররা বিদ্যালয়ের পাঠকে অনেক সময় গৌণ মনে করছে, কারণ তাদের সামনে একমাত্র লক্ষ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য। ফলস্বরূপ শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও জ্ঞানের গভীরতা সবসময় বাড়ছে না। সমাজ এমন এক প্রজন্ম তৈরি করছে যারা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিতে দক্ষ, কিন্তু অনেক সময় জীবনের বড় প্রশ্নগুলির সামনে অসহায় হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে শিল্পক্ষেত্রেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায় থেকেই যদি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পেশাজগতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, যদি নিয়মিত কর্মজীবী মানুষের অভিজ্ঞতা শোনার সুযোগ পায়, যদি শিল্পপ্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, কৃষিক্ষেত্র, প্রযুক্তি সংস্থা কিংবা সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে তাদের পরিচয় গড়ে ওঠে, তবে পেশা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বিস্তৃত হবে। তখন চিকিৎসক বা প্রকৌশলী হওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে হবে না। নতুন-নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। নিজের আগ্রহ ও যোগ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে ভবিষ্যৎ বেছে নেওয়ার সাহসও তৈরি হবে।

এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে সঠিক পরামর্শের ব্যবস্থা। দেশের অসংখ্য পরিবার এখনও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পায় না। অনেক অভিভাবক সামাজিক মর্যাদার চাপে কিংবা অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চান। ফলে অযথা অর্থব্যয়, মানসিক অস্থিরতা এবং হতাশা বেড়ে যায়। বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যদি মাতৃভাষাভিত্তিক পেশা-পরামর্শ, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং দক্ষতা মূল্যায়নের সুসংগঠিত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তবে বহু পরিবার ভুল সিদ্ধান্তের হাত থেকে রক্ষা পাবে। শিক্ষার্থীও নিজের শক্তি ও সীমাবদ্ধতাকে আরও বাস্তবভাবে বুঝতে শিখবে। সেই বোঝাপড়ার ভিতর থেকেই জন্ম নেবে আত্মবিশ্বাস এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা।

একটি সত্য আজ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শিক্ষা কখনও ভয়ের উপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। যে শিক্ষা আনন্দ কেড়ে নেয়, প্রশ্ন করার সাহস কেড়ে নেয় এবং মানুষকে কেবল র‍্যাঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, সেই শিক্ষা শেষ পর্যন্ত সমাজকেও সংকীর্ণ করে তোলে। ভবিষ্যতের ভারতকে যদি সত্যিই জ্ঞাননির্ভর, উদ্ভাবনী এবং মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তবে শিক্ষা ব্যবস্থাকেও মানুষের পূর্ণ বিকাশের দর্শনের উপর দাঁড় করাতে হবে। সেখানেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের আলোর পথ।

শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির সোপান নয়। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিও শিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেই কারণেই ভারতের সংবিধান শিক্ষাকে বাজারের পণ্য হিসেবে বিবেচনা না করে , নাগরিকের অধিকার এবং জনকল্যাণের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সাথে-সাথে এমন পরিবেশ নির্মাণ করা যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী সমান মর্যাদা নিয়ে নিজের সামর্থ্য বিকাশের সুযোগ পেতে পারে। বাস্তবতা যখন এমন যে ;প্রবেশিকা পরীক্ষাকে ঘিরে গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক কাঠামো বৈষম্য তৈরি করছে, বিদ্যালয় শিক্ষাকে দুর্বল করছে এবং অসংখ্য শিক্ষার্থীকে গভীর মানসিক সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তখন আইনসভা ও সরকারের নীরবতা আর গ্রহণযোগ্য থাকে না। সময় দাবি করে কার্যকর আইন, কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

কোচিং প্রতিষ্ঠানের ফি, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, ছাত্রাবাসের পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং প্রতারণামূলক কার্যকলাপের উপর কঠোর নজরদারি প্রতিষ্ঠা করা আজ অপরিহার্য। যে সমাজে শিক্ষার নামে অসহায় পরিবারের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অল্পবয়সি শিক্ষার্থীরা অবর্ণনীয় মানসিক চাপে জীবন শেষ করে ফেলে, সেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভূমিকা নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষা যদি মানুষের জীবন রক্ষা করতে না পারে, তবে সেই ব্যবস্থার সাফল্য কেবল পরিসংখ্যানের অলংকার হয়ে থাকে।

এখানেই উঠে আসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সমগ্র ভারতের মতো বহুভাষিক, বহুসাংস্কৃতিক এবং বৈচিত্র্যময় দেশে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় পরীক্ষা কি সত্যিই সব শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ন্যায়সংগত মূল্যায়ন করতে পারে? পাহাড়, মরুভূমি, মহানগর, প্রত্যন্ত গ্রাম, সরকারি বিদ্যালয়, বেসরকারি বিদ্যালয়, বিভিন্ন ভাষা এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের একই ছাঁচে বিচার করার প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্র সবার কাছে সমান সুযোগ সৃষ্টি করে;এই ধারণা বাস্তবতার সঙ্গে সবসময় মেলে না। ভাষাগত সীমাবদ্ধতা, ডিজিটাল বৈষম্য, শিক্ষার মানের পার্থক্য এবং সামাজিক অবস্থানের প্রভাব অনেক সময় একই পরীক্ষায় অসম প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীভূত ভর্তি ব্যবস্থার ধারণা নতুন গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা একই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বিত গোষ্ঠী যদি জাতীয় নীতিমালার কাঠামোর মধ্যে থেকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি করতে পারে, তবে নির্বাচনের প্রক্রিয়া আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে। যে প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়, তারা সেই উপযোগী মূল্যায়ন করবে। শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তি;প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা পাবে। এর ফলে কেবল নম্বর নয়, বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, চিন্তার গভীরতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও মূল্যায়নের অংশ হয়ে উঠবে।

অবশ্য বিকেন্দ্রীকরণ মানেই বিশৃঙ্খলা নয়। বরং স্বচ্ছতা এবং প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রেরণে উন্নত সংকেতায়ন, বিশাল প্রশ্নভাণ্ডার থেকে স্বয়ংক্রিয় নির্বাচন, প্রশ্নপ্রণেতাদের গোপনীয়তা, কঠোর নজরদারি, নিরাপদ মুদ্রণব্যবস্থা, জৈবিক পরিচয় যাচাই, পরীক্ষাকেন্দ্রে আধুনিক পর্যবেক্ষণ এবং অনিয়মের ক্ষেত্রে দ্রুত ও কঠোর শাস্তি; এসব ব্যবস্থা পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতাকে অনেক বেশি শক্তিশালী করতে পারে। একটি মাত্র পরীক্ষা বাতিল হলে যাতে সারা দেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে না পড়ে, সেই ব্যবস্থাও গড়ে তোলা জরুরি।

শিক্ষাবর্ষ জুড়ে পরিকল্পিত সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভর্তি মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হলে শিক্ষার্থীদের উপর অস্বাভাবিক চাপও অনেকটাই কমবে। একটি পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া তখন জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াবে না। সামনে থাকবে আরও সুযোগ, আরও পথ ও আরও সম্ভাবনা। প্রতিযোগিতা তখন ভয়ের না হয়ে আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠবে। কারণ মানুষ জানবে যে তার সামর্থ্যের মূল্যায়ন একাধিক মাত্রায় অনুষ্ঠিত হবে এবং একটি মাত্র দিনের ফলাফল তার সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না।

আমাদের শিক্ষা-দর্শনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি ঘটতে হবে 'মেধা' শব্দটির অর্থে। মেধা কেবল দ্রুত উত্তর লিখে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার ক্ষমতা নয়। মেধা হলো শেখার আগ্রহ, জটিল সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা, নৈতিকতার প্রতি অঙ্গীকার, প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকার শক্তি, সহমর্মিতা, সৃজনশীলতা এবং ক্রমাগত নিজেকে উন্নত করার ইচ্ছা। যে শিক্ষাব্যবস্থা এই বহুমাত্রিক মানবিক গুণগুলিকে সম্মান জানায়, সেই ব্যবস্থাই প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরি করতে পারে।

নতুন প্রজন্ম আমাদের সামনে এক কঠিন আয়না তুলে ধরেছে। সেই আয়নায় আমরা এমন এক সমাজকে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে কিছু পেশাকে ঘিরে অস্বাভাবিক মোহ তৈরি হয়েছে এবং অসংখ্য তরুণ-তরুণীর স্বপ্নকে একটি সরু করিডরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। অথচ পৃথিবী আজ বহুমাত্রিক। জ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ, সংস্কৃতি, গবেষণা, কৃষি, উদ্যোক্তা-চিন্তা এবং সৃজনশীল শিল্প;প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলছে। শিক্ষার কাজ সেই সম্ভাবনার পথ খুলে দেওয়া, পথ বন্ধ করা নয়।

যে দিন কোনও শিক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষার কক্ষে পা রাখবে নিজের সামর্থ্য ও সাধনার প্রতি অটল বিশ্বাস নিয়ে, যে দিন অভিভাবকের চোখে সন্তানের প্রাপ্ত নম্বরের চেয়ে তার হাসিমুখ, সুস্থ মন ও স্বপ্ন দেখার সাহস অধিক মূল্য পাবে, যে দিন বিদ্যালয় কোচিং-নির্ভরতার দীর্ঘ ছায়া পেরিয়ে আবার জ্ঞান, মানবিকতা ও মুক্তচিন্তার সত্যিকারের আশ্রয় হয়ে উঠবে, যে দিন রাষ্ট্র প্রতিটি শিক্ষার্থীর মর্যাদা ও সম্ভাবনাকে সমান শ্রদ্ধায় গ্রহণ করবে, সে দিনই ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে মানবিকতার পথে এক নতুন যাত্রা শুরু করবে।

সেই পথের শেষপ্রান্তে অপেক্ষা করে আছে এমন এক ভবিষ্যৎ, যেখানে কোনও প্রবেশিকা পরীক্ষা নতুনকরে কোনও তরুণ প্রাণের স্বপ্ন, হাসি কিংবা জীবন কেড়ে নেবে না। শিক্ষা তখন প্রতিযোগিতার নির্মম চাপের প্রতীক না হয়ে, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার দীপশিখা হয়ে প্রতিটি জীবনের পথ আলোকিত করবে।

মতামত: লেখকের ব্যক্তিগত

কোট-স্নানকোট

আমি জয় গোস্বামীকে মঞ্চে ডেকেছিলাম, তাঁকে মঞ্চে উঠতে না দেওয়া, তাঁর সঙ্গে আমাকেও অপমান করা।

তসলিমা নাসরিন, বাংলা একাডেমিতে প্রশ্নোত্তর পর্বে

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পরিত্যক্ত আবাসনে ঝাড়খণ্ড লটারির মিনি প্রিন্টিং প্রেসের হদিশ

বাজেয়াপ্ত কোটি টাকার টিকিট, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া বরাকর ও কুলটি এলাকায় রমরমিয়ে চলা অবৈধ লটারি কারবারে বড়সড় হানা, ঝাড়খণ্ড পুলিশের। নিরসা মহকুমা চিরকুন্ডা থানার পুলিশি অভিযানে বিসিসিএলের এক পরিত্যক্ত কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হলো অবৈধ ঝাড়খণ্ড লটারির আস্ত এক মিনি প্রিন্টিং প্রেস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হয় ছাপা জাল লটারি টিকিট, আধুনিক প্রিন্টিং সরঞ্জাম ও অন্যান্য সামগ্রী। উদ্ধার হওয়া জাল লটারি টিকিটের বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঝাড়খণ্ডের নিরসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক লিলেশ্বর মাহাতো এবং চিরকুন্ডা থানার ওসি আশুতোষ কুমারের যৌথ নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি চালাতে গিয়ে আধিকারিকরা দেখেন, বিসিসিএলের ওই পুরনো আবাসনে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে লটারির টিকিট ছাপানো ও প্যাকেজিংয়ের কাজ চলছিল। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এই নকল লটারি সীমানা পার করিয়ে বাংলার বরাকর, কুলটি, ডিসেরগড় ও নিয়ামতপুরের মতো এলাকা ঘেঁষা অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হতো। এই লটারির মাধ্যমে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার নেশায় মত্ত ব্যক্তিরা সর্বস্বান্ত হতেন। উল্লেখ্য, সরকারের অনুমোদিত লটারির পুরস্কার প্রাপ্ত নম্বর ধরে এই ঝাড়খণ্ড লটারি পুরস্কার দেওয়া হয়। যেহেতু এই লটারি আইনসঙ্গত নয়, তাই ক্রেতা তার প্রাপ্ত পুরস্কারের টাকা বিক্রেতার কাছে না পেলেও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারত না। পুলিশ এইরকম বেআইনি লটারি টিকিটের ছাপাখানার হদিস পাওয়ায়, কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে মনে করছেন সুশীল সমাজ।

কালোবাজারি রুখতে সক্রিয় বিধায়িকা, নীলপুর বাজারে পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সবজির বাজারদর সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রয়েছে কি না, তা সরাসরি খতিয়ে দেখতে রবিবার সকালে বর্ধমান শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীলপুর বাজারে এক বিশেষ সারপ্রাইজ ভিজিট করেন বিধায়িকা মৌমিতা বিশ্বাস। বাজার পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি সেখানে উপস্থিত ব্যবসায়ী এবং সাধারণ ক্রেতাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের অভাব-অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন। বাজার ঘুরে দেখার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়িকা জানান, সবজি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। বাজারে কোনোভাবে যাতে অন্যায্য দাম না নেওয়া হয় বা কোনো ধরনের কালোবাজারি না চলে, তার জন্যই এই রুটিন পরিদর্শন। তিনি জানান, নীলপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা সঠিক নিয়ম মেনেই স্বাভাবিক দামে কেনাবেচা করছেন এবং ক্রেতাদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রেখে ব্যবসা করছেন। পাশাপাশি, বেশ কিছু স্থানীয় মহিলা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ও বিধবা ভাতা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন নিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, সরকারি নিয়ম মেনে ভেরিফিকেশন বা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এ নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। নীলপুর বাজার পরিদর্শনের পর শহরের অন্যান্য বাজারগুলিতেও আগামী দিনে এই ধরনের পরিদর্শন অব্যহত থাকবে বলে জানান তিনি।

সবজির দাম বৃদ্ধি রুখতে গুসকরা বাজার পরিদর্শনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সবজি বাজারের মূল্য বৃদ্ধি রুখতে এবং অতিরিক্ত দাম নেওয়া রোধ করতে প্রশাসনের নির্দেশে গুসকরা সবজি বাজার এবং ফলের দোকানে মন্ত্রী কলিতা মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালালো পুলিশ। অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য বেশি দাম না নিতে পারে, তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের নির্দেশে পাইকারি ও খুচরা বাজারে নির্দিষ্ট দাম ঠিক আছে কি না, বিক্রেতাদের কাছে তা যাচাই করে মন্ত্রী এবং পুলিশ আধিকাররা। এদিন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী কলিতা মাজি এবং আউশগ্রাম থানার পুলিশ আধিকারিকদের একটি টিম গুসকরা হাটতলায় এবং স্কুলমোরে সবজি বাজারে এবং বেশ কিছু ফলের দোকানে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কোনও সবজির কি দাম নেওয়া হচ্ছে, খুচরো এবং পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। যদি কোনও সবজির দাম বেশি থাকে, তবে তার কারণ জানতে চান আধিকারিকরা। এমনকি ক্রেতাদের কাছেও সবজির দাম ঠিক নেওয়া হচ্ছে কিনা জানতে চাওয়া হয়। এদিন মন্ত্রী কলিতা মাজি জানান, গুসকরা হাটতলায় সামগ্রিকভাবে সবজি এবং ফলের দাম মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে থাকলেও স্কুলমোড় সংলগ্ন বেশ কিছু দোকানে দাম একটু বেশি নেওয়া হচ্ছে। সেই সমস্ত দোকান গুলোকে তিনি নির্দেশ দেন অতিরিক্ত দাম না নেওয়ার জন্য। এদিন প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই।

NOTICE

In the matter of the WBCS Act, 2006 and in the matter of The West Bengal State Co-op. Agriculture & Rural Development Bank Ltd., situated at ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, CIT Scheme - VIII(M), Ultadanga, Kolkata- 700067; Notice is hereby given to all Members, Debtors, Creditors and to all concerned, that the Statutory Audit of the above named society for the Financial Year 2025-2026 has been taken up by the undersigned on and from July 22, 2026 at its Registered address. All are requested to get their balance [Dr/Cr] as on March 31, 2026 verified with the Books and Records of the society during the course of the Audit at the registered address of the society and report discrepancy if any, to the undersigned during Audit, failing which the accounts submitted by the society will be taken into consideration. No separate individual verification slip is being issued.

For **M Chattapadhyay & CO**
Chartered Accountants
FRN 332730E
Sd/-
M Chattapadhyay
Partner Membership No. 052020

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং
৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলী
পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১০৩
ই-মেইল : zochinsurah@indianbank.co.in

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট এই সংবাদ পত্রের ৩০.০৭.২০২৬ সংস্করণে প্রকাশিত দাবি নোটিশ বিজ্ঞাপনে এ/সি সঞ্জীব নস্কর, শ্রীরামপুর শাখার পক্ষে ইস্যু করা দাবি নোটিশে এক অতিরিক্ত ঠিকানা ক) ফ্ল্যাট নং -৪০১, ৫মতল, জি-৪ তলা ভবন দেবার্ঘ্য কনস্ট্রাকশন কর্তৃক হোল্ডিং নং -৪৮/১, শিবতলা স্ট্রিট, পো এবং থানা : উত্তরপাড়া, পুরসভা- উত্তরপাড়া-কোতরং, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৫৮ ইতিমধ্যেই উল্লিখিত ঠিকানার সঙ্গে সংযোজন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত ঠিকানা সকল ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে দাবি নোটিশ বন্টনের ক্ষেত্রে। অন্যান্য সকল বিস্তারিত অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ০১.০৮.২০২৬ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ব্যান্ডেল — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), আইআইসিএ, মানেসার, প্লট নং ৬, ৭ এবং ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও - ১২২০৫২, ভারত এর কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে যে মা ডায়াগনস্টিক সেন্টার অ্যান্ড প্যাথলজিক্যাল ল্যাব এলএলপি, একটি এলএলপি, কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর অধ্যায় XXI-এর ১ম অংশের অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।
২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ-
স্বাধীন ডায়াগনস্টিক/ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির কার্যক্রম।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ১১৮বি এ.জে.সি. বোস রোড কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৪ -এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), আইআইসিএ, মানেসার, প্লট নং ৬, ৭ এবং ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও ১২২০৫২, ভারত-এ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ জানাতে পারেন।
তারিখ - ০৩.০৮.২০২৬

আবেদনকারীর নাম
১. শ্রী দেবরূপ ঘটক
২. শ্রীমতী কস্তুরী মল্লিক

যুবাদের সচেতনতায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সরাসরি সম্প্রচার

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: বিকশিত ভারতের জন্য নেশামুক্ত যুব সমাজ গড়ে তোলার ও নেশায় আক্রান্ত যুব সমাজকে পুনরায় স্বাভাবিক ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগে দেশব্যাপী অভিযান চলছে। সেই ক্রমেই আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুবদের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বার্তা দিলেন। বর্ধমান রাজ কলেজকে এই বার্তার ভার্চুয়াল স্ক্রিনিংয়ের নোডাল ইনস্টিটিউশন হিসেবে বাছা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে বর্ধমান রাজ কলেজ এনএসএস ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে বর্ধমান সহযোদ্ধা (এনজিও) ও তাদের যুব এমএসডব্লিউর ইন্টার্ন রা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই প্রধানমন্ত্রীর বার্তার পর নেশা থেকে নিজে ও অন্যকে দূরে রাখার শপথ গ্রহণ করেন। বর্ধমান রাজ কলেজ ও বর্ধমান সহযোদ্ধার তরফ থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের সামনে দুটো পাথনাটিকা প্রস্তুত করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে নেশামুক্ত সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় কে সচেতনতামূলক বার্তার মাধ্যমে তুলে ধরা।

সরকারি ব্লাড ব্যাংকেই রক্তদান করার আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: কয়দিন আগে একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের বিরুদ্ধে রক্ত নয় ছয় এবং লক্ষ লক্ষ টাকার রক্ত বিক্রি অভিযোগে তোলপাড় হয়েছিল হাওড়া জেলা। বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলি রক্ত নিয়ে লাগাম ছাড়া ব্যবসা করার অভিযোগের আবহে টানা ২৯ বছর ধরে সরকারি ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করে নজির তৈরি

করেছে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাঙালপুর বয়েজ ক্লাব। রবিবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করে এই ক্লাবের কর্তারা জানিয়েছেন,'রক্ত দান করলে তা অপব্যবহার হতে পারে এই সহজ সত্যটা আমরা অনেকদিন আগেই বুঝেছিলাম। তাই ২৯ বছর আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোথাও রক্তদান করা হবে না। রক্তদাতাদের কোনও উপহার দেওয়া হবে না। বলাই বাহুল্য সেই সময় বিষয়টি সকলে মেনে নিয়েছিলেন এবং এখনও একই ট্রেডিশনে সরকারি ব্লাড ব্যাংকে রক্তদাতারা রক্তদান করেন। রবিবার রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বাগনান থানার আইসি শুভ্র সান্যাল, সমাজসেবী গোপাল ঘোষ, তপন ঘোষ প্রমুখ।

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা**
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ (ক্র. নং ১, ২, ৩ এবং ৪)
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শুভদ্রা বড়ুয়া, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ (ক্র. নং ৫)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল **৯(১)-এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) এর অনুবিধির** অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধকী নীচে বর্ণিত সিকিউরড অ্যাসেটস, যার **বাস্তবিক দখল** সিকিউরড ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, সেটি নীচে উল্লেখিত তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা যেমন আছে' এবং 'যাই থাক না কেন' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৮.০৮.২০২৬
অকশনের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম	যে সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি** পিতা- শ্রী রাজীব চ্যাটার্জি **ঠিকানা:** ৯২৭/ডি, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১১০	পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে, থানা ঘোলা, ওয়ার্ড নং ২৮, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর)-এ অবস্থিত মৌজা ঘোলা, জে.এল. নং ১৪, আর.এস. নং ১০৩, আর.এস. দাগ নং ১৩৫০ যার এল.আর. দাগ নং ২০৫৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৭/২ যার এল.আর. খতিয়ান নং ৮৬৮৮-এর অধীনে থাকা হোল্ডিং নং ৯২৭/ডি, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড-এ সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার সহ কমবেশি ০১ কাঠা ০২ ছটাক ০২ বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং তৎসহ কমবেশি ৪৯৮ বর্গফুট পরিমাপের একতলা আবাসিক ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। টাইটেল ডিডটি বুক নং ১, সিডি ভলিউম নম্বর ১৫২৪ থেকে ২০২৪, পৃষ্ঠা ৩০৭৮০ থেকে ৩০৭৯৯-এ নিবন্ধিত **২০২৪ সালের বিয়িং নং ১৫২৪০১০৪৪ নম্বর।** সম্পত্তিটি শ্রী রাজীব চ্যাটার্জির পুত্র **শ্রী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি**-র নামে রয়েছে। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে: আরতি বণিকের বাড়ি, পূর্বে: তারক আচার্যের বাড়ি, দক্ষিণে: ইন্দ্রজিৎ যাদবের বাড়ি, পশ্চিমে: ১৪ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা এবং সত্যরঞ্জন পালের বাড়ি। **বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**২১,০৫,১৮৫.০০ টাকা (একুশ লক্ষ পাঁচ হাজার একশো পঁচাশি টাকা মাত্র) ২০.০৩.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ)। **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১৩৩৫	ক) ১৯,৩৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯৩,৭০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৮.২০২৬ এবং ২১.০৮.২০২৬	
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী আব্দুল ছাত্তার,** পিতা- প্রয়াত সলারুদ্দিন, গ্রাম: সানবেড়িয়া, পোঃ: মুদিয়াহাট, থানা: শাসন, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন: ৭০০১২৮।	মৌজা - সানবেড়িয়া বাড়া, জে.এল. নং ১৯২, তৌজি নং: ১৪৬, খতিয়ান নং ১৭৩৩/১, দাগ নং ১২১৯/১৫১১, ১২১৯/১৫১২, ১২১৯ এবং ৬০৪, বুক নং ১, ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১৪০, **২০০৯ সালের দলিল নং ০০১৬১**, এডিএসআরও বারাসাত, কীর্তিপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা: শাসন, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত কমবেশি ৯ শতক পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - গোলাম বারী মোল্লা, দক্ষিণে - আব্দুল চামাদ মোল্লা, পূর্বে - আব্দুল বারিক মোল্লা, পশ্চিমে - মালিকের জমি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শাসন থানার অন্তর্গত সানবেড়িয়া গ্রাম, পোঃ মুদিয়াহাট-এর প্রয়াত সালাউদ্দিনের পুত্র **আব্দুল ছাত্তার মোল্লার নামে সম্পত্তিটি**। **বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**১৩,৮৮,০০০.০০ টাকা (তেরো লক্ষ আটাশি হাজার টাকা মাত্র) ২৪.১২.২০১২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ ইত্যাদি। **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১৩৩৫	ক) ৯,৪৪,০০০.০০ টাকা খ) ৯৪,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৮.২০২৬ এবং ২১.০৮.২০২৬	
৩.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী আব্দুল সহিদ** গ্রাম: কাঁঠালিয়া, দফাদারপাড়া, পোঃ- কদম্বগাছি, থানা বারাসাত, পিন-৭৪৩২৯৪	কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এ.ডি.এস.আর.ও.- কদম্বগাছি, থানা-বারাসাত, বর্তমানে থানা-দত্তপুকুর, জেলা-২৪ পরগনা (উত্তর)-এ মৌজা - কাঁঠালিয়া, জে.এল. নং-১৪১, পরগনা আনোয়ারপুর, সাবেক তৌজি নং-১৪৬, হাল তৌজি নং-১২, এল.আর. খতিয়ান নং-১৮৫৪, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং-১২৪২-এ অবস্থিত কমবেশি ০৯.৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা কদম্বগাছি এ.ডি.এস.আর. অফিসে **২০১৫ সালের ১০২২ নম্বর** হিসেবে বুক-১, সিডি ভলিউম নং-১৫১৯-২০১৫, পৃষ্ঠা ৬৫৬১ থেকে ৬৫৪০-এ নিবন্ধিত। **বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**৩২,৯৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ। **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১৩৩৫	ক) ২০,৩৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৩,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৮.২০২৬ এবং ২১.০৮.২০২৬	
৪.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী কৌশিক মালাকার** পিতা- শ্রী কমল মালাকার **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৪এফ, ৪র্থ ফ্লোর, ১৪৯, সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি, কলকাতা - ৭০০০৬৫	নিউ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ১০-এর অধীনে ১৪৯, সতীন সেন নগর হোল্ডিং-এ "কমলা অ্যাপার্টমেন্ট" নামক ভবনের ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত ৪এফ ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯২৯ বর্গফুট, যাতে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি বারান্দা রয়েছে, এ.ডি.এস.আর.ও. ব্যারাকপুর বর্তমানে সোদপুরের মধ্যে, জমির আনুপাতিক অংশ এবং স্বার্থ সহ সাধারণ অংশ এবং সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার সহ একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ফ্ল্যাটটি কমবেশি ৯ কাঠা ২ ছটাক ৩৬.৫ বর্গফুট পরিমাপের একত্রিত বাস্তু জমির উপর জি+৪ তলা ভবন সহ মৌজা আগাপুর, থানা খড়দহ বর্তমানে ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত। জে.এল. নং ৩২, ৩৩, আর.এস. নং ৯৪, তৌজি নং ১৭২, সি.এস. খতিয়ান নং ৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৯১, ১১৯৫, ১১৯৪, ১১৯৩, ১১৯২ এবং ৫২১/৩, ৩৫০ বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ১১১৭, সি.এস. দাগ নং ৩৯০, আর.এস. দাগ নং ৩৯০, ৩৯০/৮২২, এল.আর. দাগ নং ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৮, একত্রিত হোল্ডিং নং ১৪৯, সতীন সেন নগর ওয়ার্ড নং ১০, নিউ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, এ.ডি.এস.আর.ও. ব্যারাকপুর বর্তমানে সোদপুরের মধ্যে। টাইটেল ডিডটি বুক-১, ভলিউম নং-১৫২৪-২০২২, পৃষ্ঠা ৩৫৬৯১৬ থেকে ৩৫৬৯৪৪, ২০২২ সালের ১৫২৪১০৯১৩ নম্বরে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী কমল মালাকারের পুত্র শ্রী কৌশিক মালাকারের নামে রয়েছে। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে ১৭ ফুট চওড়া সতীন সেন নগর। দক্ষিণে উপেন রাজ। পূর্বে: কমল পাল। পশ্চিমে: এস. মল্লিক। **ব্যাঙ্ক-এর বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**২১,২৩,৭১১.০০ টাকা (একুশ লক্ষ তেইশ হাজার সাতশো এগারো টাকা মাত্র) ২৭.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ)।	ক) ৩১,৭৭,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১৭,৭০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১৩৩৫ **পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৮.২০২৬ এবং ২১.০৮.২০২৬**
৫.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী সৌগত দে,** পিতা- শ্রী নৃপেন দে, নবজীবন কলোনি, বিশারপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৫১ **এছাড়াও ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৩য় ফ্লোর, "দিয়া লিটল টাওয়ার" হোল্ডিং নং ২৪৬, রাম চন্দ্র পথ, ইছাপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১৪৪।	**"দিয়া লিটল টাওয়ার"** নামক বহুতল ভবনে ৩য় ফ্লোরে '৩সি' ফ্ল্যাট, যার কার্পেট এরিয়া ৪৫০ বর্গফুট এবং কভার্ড এরিয়া ৪৮৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ৬১০ বর্গফুট, মৌজা ইছাপুর, জে.এল. নং ৩, রে. সা. নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আর.এস. দাগ নং ৬৪৮৯/৭৩৯৭, এল.আর. দাগ নং ১০২১৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৫৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৭৭, ১৩২৭৮, ১৩২৭৯ এবং ১৩২৮০, হোল্ডিং নং ২৪৬, রাম চন্দ্র পথ, ওয়ার্ড নং ১৩, উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে, থানা নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩১৪৪-এ অবস্থিত ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এডিএসআরও ব্যারাকপুরে, বুক নং ১, ভলিউম নং-১৫০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ১০৯৮২১ থেকে ১০৯৮৫৮, **২০২৪ সালের দলিল নং-১৫০৫০৩৯৯১** -এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নৃপেন দের পুত্র **শ্রী সৌগত দে** -এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তি সীমানা দ্বারা বেষ্টিত: (দলিল অনুযায়ী)** উত্তর: ২০ ফুট চওড়া রাম চন্দ্র পথ, দক্ষিণ: গঙ্গা পদ পাড়ে, পূর্ব:- নীরেশ গোস্বামী, পশ্চিম:- ঋষিকেশ চক্রবর্তী। **ব্যাঙ্ক সম্পত্তি আইডি: SBIN78648493692** **বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**২৩,১১,০৪৮.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ এগারো হাজার আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩০.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ)। **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৯৭৪১০৬৮৯৮৯/৯৮৩১৪৮৮৬৪২	ক) ১০,৯৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৯,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৮.২০২৬ এবং ২১.০৮.২০২৬	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেখুন: https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে নিলামের তারিখের বেশ আগেই তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন বা যোগাযোগ নং ৮২৯১১২২০২২০।

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৩.০৮.২০২৬ — যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে। — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), আইআইসিএ, মানেসার, প্লট নং ৬, ৭ এবং ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও - ১২২০৫২, ভারত এর কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে যে গৃহ প্রবেশ পলিমার এলএলপি, একটিএলএলপি, কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর অধ্যায় XXI-এর ১ম অংশের অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।
২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ-
প্রাথমিক রূপে প্লাস্টিক সামগ্রীর পাইকারি ব্যবসা, প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ৩৪/৬এ পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, কালীতলা সর্দার পল্লী, পশ্চিম পুঁটিয়ারি, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪১ -এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), আইআইসিএ, মানেসার, প্লট নং ৬, ৭ এবং ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও-১২২০৫২, ভারত-এ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ জানাতে পারেন।
তারিখ - ৩ আগস্ট, ২০২৬

আবেদনকারীর নাম
১. শ্রী কৌশল বৈদ
২. শ্রীমতী প্রিয়া বৈদ

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১-এর সমক্ষে

ও.এ. নং ১৮২ অফ ২০১৩
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
-বনাম-
মেডি ড্রিপস ক্যারিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লার্নড প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১, কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত ২০.০৭.২০২৬ তারিখের আদেশ অনুসারে, নীচে উল্লেখিত সম্পত্তির বিক্রয় নিচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

সম্পত্তির বিবরণ:
কৈলাশ কাকড়ার নামে ২০০৮ সালের ২১১৩ নং দলিল, জেলা: নদীয়া, থানা কল্যাণী, দাগ নং ৯৬, খতিয়ান নং ৮২, জে.এল. নং ৬, মৌজা - রঘুনাথপুরে অবস্থিত প্রায় ৫৭ শতক কারখানার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
সংরক্ষিত মূল্য ৮৬.২৪ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে
ই-অকশনের তারিখ: ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
পরিদর্শনের তারিখ: ২৯শে আগস্ট, ২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত।
জমি বিক্রির জন্য ইএমডি জমা দেওয়ার পরিমাণ হলো ৮,৬২,৪০০/- টাকা
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

নিয়ম ও শর্তাবলী:
১. উপরে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখ এবং সময় আইটেম নং ৫০,০০০/- টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)-এর জন্য প্রতিবার ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
২. সম্পত্তিটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট https://baanknet.com এর মাধ্যমে ই-অকশন দ্বারা বিক্রি করা হবে। নিলাম উপরোক্ত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্ক নম্বর হলো: ব্যাঙ্কনেট হেল্পডেস্ক নম্বর: +৯১৮২৯১২২০২২০ ই-মেইল: support.baanknet@psballiance.com। যোগাযোগের ব্যক্তিদের মোবাইল নম্বর হলো, শ্রী বাসুদেব মুখার্জি (ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নিযুক্ত রিসিভার) ৯৮৩০০৩৩০৮২ এবং শ্রী সুরেশ চন্দ্র পান্ডা (মোবাইল: ৯৮১০৫৬২৮০৩) (এজিএম এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি)।
৩. বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত ই-অকশন দরপত্র নথি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই উপরে উল্লেখিত যোগাযোগের নম্বর এবং ওয়েবসাইটে পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধন করতে হবে।
৪. আগ্রহী দরদাতাদের একটি বৈধ ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. যে কোনো কারণেই হোক বিলম্বে প্রাপ্ত বিড ফর্ম এবং ইএমডি গ্রহণ করা হবে না। জয়েন্ট রিসিভাররা কোনো কারণ না দেখিয়েই কোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৬. বিক্রয় মূল্য অনুমোদিত অফিসার, জয়েন্ট রিসিভারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর অনুকূলে এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে নীচে উল্লেখিত হিসাবে জমা করতে হবে।

শাখার নাম এবং ঠিকানা	ই মেইল আইডি	অ্যাকাউন্ট নং	আইএফএসসি কোড
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-II, ১, মিডলটন স্ট্রিট, 'জীবন দীপ' বিল্ডিং (১০ম ফ্লোর), কলকাতা-৭০০ ০৭১।	sbi.18192@sbi.co.in	৩৪৬৯৪৪১৩৯২৫	SBIN0018192

৭. ইএমডি ছাড়া বিড ফর্ম/নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে। অকশন/বিডিং শুধুমাত্র আগে উল্লেখিত অনলাইন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে হবে। সংরক্ষিত মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না। সম্পত্তি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করা হবে। সফল দরদাতাকে অবিলম্বে ইএমডি বাদে বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা করতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট অংশ নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। লার্নড ট্রাইব্যুনালের আদেশের সাপেক্ষে বাকি টাকা জমা দেওয়ার সময় বাড়ানো যেতে পারে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় মূল্য বা এর কোনো অংশ পরিশোধে খেলাপি হলে, ক্ষেত্রবিশেষে ইএমডি এবং/অথবা প্রাথমিক জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে আবার বিক্রি করা হবে। ই-অকশন বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর অসফল দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি-র উপর কোনো সুদ দেওয়া হবে না। সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রদানের পর লার্নড ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে।
৮. সম্পত্তিটি 'যেখানে যেমন আছে এবং যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে। দরদাতাদের বিড করার আগে তাদের নিজেদের দ্বারা কোনো বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, দাবি ইত্যাদি সম্পর্কে নিজেদের খোঁজখবর নেওয়া উচিত।
৯. দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থে প্রশ্নবিদ্ধ স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের আকার/এলাকা সহ স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণের স্বত্ব এবং নির্ভুলতা সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিড জমা দেওয়ার আগে তাদের সন্তুষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সম্পত্তির বিষয়ে অন্য কোনো বকেয়া/দায়/দায়বদ্ধতা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা উচিত। অ্যাডভোকেট/রিসিভার কর্তৃক যে দরদাতার বিড গৃহীত হয়েছে, তার জন্য আকার/এলাকায় অসঙ্গতি, স্বত্বে ঘাটতি, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো কারণে তার বিড প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকবে না।
১০. সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তি এবং অ্যাডভোকেট/রিসিভার দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। সফল দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। যে ব্যক্তি নিলামে বিড/অংশগ্রহণ জমা দিয়েছেন তার ব্যতীত অন্য কারো নামে বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের কোনো অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।
১১. অ্যাডভোকেট/রিসিভার সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং অ্যাডভোকেট/রিসিভারের কোনো কারণ না দেখিয়েই অন্য কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা নিলাম স্থগিত/স্থগিত/বাতিল করার নিরঙ্কুশ অধিকার রয়েছে। বিক্রয়/নিলাম মাননীয় ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ১, কলকাতা কর্তৃক নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষ।
১২. সফল দরদাতাকে তার নামে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/জিএসটি, রেজিস্ট্রেশন খরচ, কর, ফি ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ বহন করতে হবে।
১৩. কারো কাছে পাওনা সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি ইত্যাদি শুধুমাত্র ক্রেতার দায়িত্ব হবে।
১৪. সফল ক্রেতাকে হস্তান্তরের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ, ফি/খরচ যেমন স্ট্যাম্প ডিউটি, অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে যা ভারত সরকারের আইন এবং রাজ্য আইন এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের আইন অনুসারে প্রযোজ্য।
১৫. ই-অকশনে অংশগ্রহণের আগে একজন সম্ভাব্য ক্রেতাকে https://baanknet.com -এ নিজেকে নিবন্ধিত করতে হবে। নিবন্ধন করার জন্য, ক্রেতাকে নিজে https://baanknet.com ওয়েবসাইটে একটি অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে। অনলাইন নিবন্ধনের সময় ক্রেতা নিজেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করবেন। ব্যক্তিগত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য দরদাতাদের ই-বিডিংয়ের জন্য সঠিক ম্যান্ডেট আপলোড করতে হবে।
সম্পত্তি পরিদর্শন, ই-অকশন সম্পর্কিত আরও বিশদ বিবরণের জন্য, ইচ্ছুক দরদাতা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:
১. শ্রী বাসুদেব মুখার্জি, রিসিভার, মোবাইল নং ৯৮৩০০৩৩০৮২
২. শ্রী সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, এসবিআই এসএএমবি-II কলকাতা ব্রাঞ্চ, মোবাইল নং ৯৮১০৫৬২৮০৩
৩. বন্দনা পাল, ম্যানেজার, এসএএমবি-II, কলকাতা, মোবা: ৯০০৭৬৯২৩৩৭

স্বা/-
শ্রী বাসুদেব মুখার্জি
অ্যাডভোকেট/রিসিভার,
স্বা/-
শ্রী সুরেশ চন্দ্র পান্ডা
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০১/০৮/২০২৬

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in
ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ -তে)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.06.২০২৬ পর্যালোচিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ পর্যালোচিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩০,২০৬.৭০	৩১,২৬৩.৩৬	১২৮,৯৯১.৬৯
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	৩,২৫৩.৯৯	৩,৩২২.০৭	১৩,০৫৫.৮৪
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৪৩৪.২৭	২,৪৯৬.৬৪	৯,৬৬৩.৮৮
৪	বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	২,৩১৬.৭২	৩,১৫৪.০৮	১০,৯৪৭.১৬
৫	ফেস ভ্যালু ১০/- প্রতিটির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২,৬৩৬.৪৬	১২,৬৩৬.৪৬	১২,৬৩৬.৪৬
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)			৪৭,৬৪৩.৯১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* - মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৯৫*	১.৮৬*	৭.৭০

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল : (লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬ পর্যালোচিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ পর্যালোচিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৮,২০৭.১৯	৩০,৯৮২.৬৬	১২২,৬২৭.৪১
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	৩,০১০.৭৯	২,৯৮৯.৫৭	১২,৯৮৬.৩২
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,২৩৩.২২	২,২৫৮.০৫	৯,৬৪৬.৩৫
(ঘ) বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	২,২৩৩.২২	২,২৫৮.০৫	৯,৬১৪.৭৫

২ উপরোক্তটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in-তেও পাওয়া যাবে।
৩ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১ অগস্ট, ২০২৬

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ড. ওম তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN - 00001342

টুলু মণ্ডলের ম্যানেজারের বাড়িতে রাতভর চিরুনি তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বীরভূমের মাফিয়া টুলু মণ্ডল, যার হাতে ছিল পাথর খাদান ও বেআইনিভাবে পাথর পাচারের রাশ। সেই টুলু মণ্ডলের খোঁজে রয়েছে পুলিশ। তার সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত তারই খোঁজ করতে গিয়ে শনিবার গভীর রাতে মঙ্গলকোটের আইমাপাড়া গ্রামে টুলু মণ্ডলের পাথর খাদানের ম্যানেজার ইফাজুল হকের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, পুলিশ বাড়ির পাঁচিল টপকে গভীর রাতে বাড়িতে প্রবেশ করে। জানা গিয়েছে, টুলু মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা পাথর খাদানের ম্যানেজার ইফাজুল হকের বাড়িতেই দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানো হয়। একটি লোহার ট্রাঙ্ক ও একটি লাল সুটকেসের তালা ভেঙেও তল্লাশি চালায় পুলিশ। এছাড়াও ট্রলিও খতিয়ে দেখা হয়। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, টুলু মণ্ডলের একাধিক ম্যানেজারের খোঁজ মিলেছে। এর আগে আরও দুই ম্যানেজারের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হন ইফাজুল হক। পরিবারের দাবি, গত পাঁচ বছর ধরে তিনি টুলু মণ্ডলের পাথর খাদানের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। ইফাজুল হকের বাবা, যিনি পেশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, পুলিশের এই অভিযানে গভীর অস্বস্তিতে, লজ্জার কথা জানান। তাঁর দাবি, ইফাজুল বাড়িতে এসেছিল, তবে সকালে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে যায়। পরিবারের আরও দাবি, পুলিশ মূলত ইফাজুলের আনা একটি লাল স্যুইটকেস ও একটি বড় লোহার ট্রাঙ্ক তল্লাশি করেছে। জানা গিয়েছে, এই অভিযানে যৌথভাবে অংশ নেয় মঙ্গলকোট থানার পুলিশ এবং বীরভূম জেলা পুলিশ। তবে তল্লাশিতে কী উদ্ধার হয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি, অন্যদিকে পরিবারের দাবি, পুলিশের তল্লাশিতে কোনও আপত্তিকর বা সন্দেহজনক জিনিস পাওয়া যায়নি।

শিলিগুড়ির দীর্ঘদিনের নগরায়ণ প্রক্রিয়া এখানকার সময় এবং এর আশেপাশের বন ও নদীর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এখন সময় এসেছে বৈকুণ্ঠপুরকে তার হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার ও তাকে পুনরুজ্জীবিত করার। তাই 'সোনার বাংলা থেকে সবুজ বাংলা'- এই দায়িত্বশীল পর্যটন অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রবিবার রাজ্যের বন মন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ, পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ একত্রিত হয়েছিলেন বৈকণ্ঠপুর জঙ্গলে।

জামালপুরে বাজার পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার ছুটির দিনেও সাত সকালে জামালপুর সবজি বাজারে অভিযানে নামেন জামালপুরের বিধায়ক অরুন হালদার। সঙ্গে ছিলেন বিডিও পার্থ সারথী দে ও জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পঙ্কজ নস্কর। সবজির দাম বৃদ্ধির খবর

কয়েকদিন ধরেই আসছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিনের এই অভিযান। বাজারে আগত সাধারণ মানুষের সাথে যেমন কথা বলেন তেমনই প্রত্যেক সবজি বিক্রেতাদের সাথেও কথা বলে প্রতিটি সবজির দামের খোঁজ খবর নেন। এমনকি একমাস আগে কী দাম ছিল তাও জানতে চান। অরুন বাবু বলেন, তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক বিধায়ক কেই নিজের এলাকার বাজার পরিদর্শন করতে হবে। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও ভাবেই অসুবিধা না হয় তা দেখতে হবে। এটা আগের সরকারের আমল নয়। এই সময় কাউকে তাদের কোনও রকম চাঁদা দিতে হবে না। তারা নির্ভয়ে ব্যবসা করতে পারবে। জামালপুর বাজারে আদা ছাড়া বাকি সব সবজির দাম মোটামুটি ঠিক আছে বলেই তিনি জানান।

হুগলির একাধিক বাজারে অভিযান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির শ্রীরামপুর মাহেশ বাজার, ব্যান্ডেল বাজার চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারে অভিযান পুলিশের। সকালবেলা বাজারে হানা পুলিশ এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ কৃষি বিপণন দপ্তর সাধারন প্রশাসনের। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ চুঁচুড়া ও চন্দননগর থানার পুলিশ কর্মিদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান আধিকারীকদের। কাঁচা আনাজের দাম গত কয়েকদিনে আগুন হয়েছে। বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। হেঁসেল চালাতে হিমশিম অবস্থা মধ্যবিত্তের। পাইকারি বাজারে কি দাম, খুচরো বাজারেই বা কত সব খতিয়ে দেখে নোট নিচ্ছেন আধিকারীকরা। কোথাও কালোবাজারির চেষ্টা হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন তারা। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দাম বাড়ালে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। ব্যান্ডেল বাজারে অভিযানে চুঁচুড়া-মগড়া ব্লকের বিডিও ছিলেন। এইসব দেখে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন এবার কি তবে উত্তরপাড়ায় এরকম কিছু হবে।

আরামবাগে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গুলি

জখম যুব মোর্চা কর্মী, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিজেপি ক্ষমতায় আসার দু-মাসের মধ্যে আরামবাগে প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। গুলিবিদ্ধ যুব মোর্চার বিজেপি কর্মী। আর এই ঘটনাই গ্রেপ্তার অপর এক বিজেপি কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের সালেপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোঙ্গল এলাকায়। গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীর নাম সুজন গড়াই, তার বাড়ি গৌরহাটি এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। এই ঘটনায় আরামবাগ থানার পুলিশ ওই এলাকার স্থানীয় বিজেপি কর্মী সরজ লাগাকে গ্রেপ্তার করে আরামবাগ থানার পুলিশ। গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, এদিন ডোঙ্গল থেকে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। তার পায়ে একটি গুলি লাগে। গুরুতর জখম হয়ে পড়ে সে। এরপরে আরামবাগ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে আহত বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে রক্তাক্ত অবস্থায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। এদিন রাতে বিজেপির ওই অঞ্চলের কনভেনার গ্রেপ্তার হয়। রবিবার আরামবাগ থানায় বিজেপির অঞ্চল কনভেনার সরজ লাগা-সহ আরও চার বিজেপি কর্মীর নামে অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতৃত্ব। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আগামী দিনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কতটা ভয়ংকর আকার ধারণ করতে পারে? অনেকে বলছেন, বিজেপি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে। তারই ফলশ্রুতিতে এই ঘটনা ঘটছে। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'যারা অপরাধের সাথে যুক্ত তারা আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবে। ৪ঠা মে'র পর যারা বিজেপির নেতা হয়েছে তারা অশান্তি করছে। এই সব বন্ধ হয়ে যাবে।' যুব মোর্চার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি কার্তিক দত্ত দাবি করেন, 'তাদের যুব মোর্চার কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছেন এই ব্যক্তিরা। সরজ লাগা কোনও বিজেপি কর্মী নয়, বোমা তৈরি করতে গিয়ে তার হাত উড়ে গেছিল, তিনি এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। এরা কেউই বিজেপির সাথে যুক্ত নয়। এরা সকলেই দুস্কৃতী।' সবমিলিয়ে বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে তোলপাড় আরামবাগের রাজনীতি।

ওজনে কারচুপির আশঙ্কায় বেনাচিতি বাজারে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রবিবার সকাল। ছুটির দিনের ভিড় তখন উপচে পড়ছে বেনাচিতি বাজারে। ঠিক সেই সময়ই আচমকা বাজারে হানা দিল প্রশাসন। সরকারি ওজন ও পরিমাপ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে পুলিশকে নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি। লক্ষ্য একটাই ক্রেতাদের ঠকিয়ে ওজনে কারচুপির কোনও সুযোগ রাখা যাবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ ওজন মেশিন ধরা পড়ল একাধিক দোকানে, নবীকরণের নির্দেশ ফের অনিয়মে আইনানুগ ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি।

সবজি থেকে মাছের বাজার প্রায় প্রতিটি অংশেই ঘুরে ঘুরে ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত ওজন মেশিন, সিল এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র খ তিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। অভিযানে একাধিক দোকানে ধরা পড়ে, ওজন মেশিনের বৈধতার মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হলেও তা নবীকরণ করা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে অবিলম্বে লাইসেন্স ও ওজন মেশিনের বৈধতা নবীকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা, ক্রেতাদের স্বার্থ নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। ভবিষ্যতে একই ধরনের অনিয়ম ধরা পড়লে শুধুমাত্র সতর্কবার্তায় বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকবে না, নেওয়া হবে আইনানুগ ব্যবস্থা। এই আকস্মিক অভিযানে বাজারজুড়ে কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ব্যবসায়ীকেই তড়িঘড়ি নিজেদের নথিপত্র বের করতে দেখা যায়। প্রশাসনের দাবি, স্বচ্ছ বাণিজ্য নিশ্চিত করতে এবং সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষায় আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান চলবে।

দক্ষিণবঙ্গে প্রথম আয়োজিত সায়েন্টিফিক সেমিনার

উঠে এল দুই প্যাথির সমন্বয় দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির সমন্বয়ে চিকিৎসাতে দুরারোগ্য ব্যাধির নির্মূল হওয়া সম্ভব, যা বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রে এক বিপ্লব ঘটাতে পারে, সাধারণ রোগ থেকে দুরারোগ্য ব্যাধির রোগীদের জন্য হবে এক বিস্ময়কর চমক। এমনই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে দক্ষিণবঙ্গে প্রথমবার আয়োজিত সায়েন্টিফিক সেমিনার। সেমিনারের প্রধান কো-অর্ডিনেটর শ্রী সুমিত ব্যানার্জির বক্তব্যে আরও উঠে আসে আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। তাঁর কথায়, 'ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের বিভিন্ন ডাক্তার বা বিজ্ঞানীদের দুই প্যাথির সম্পর্কে অবগত করে দিতে পারলে এক নতুন দিশা দেখবে চিকিৎসা জগৎ, কম খরচে চিকিৎসা হবে।' রবিবার দুর্গাপুরের একটি হোটেলে আয়োজিত এই সেমিনারের উপস্থিত ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথিতজসা চিকিৎসক ও প্রফেসররা। স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথির প্রফেসর ডা. রবীন বর্মন ও ডা.

পার্থপ্রতিম মণ্ডল সঙ্গে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক প্রফেসর ডা.পঞ্চানন কুণ্ডু এবং পালমোনোলজিস্ট ডা. সুদীপ ব্যানার্জি গৌরবময় উপস্থিতিতে ও বক্তব্যে উঠে আসে নিও চিকিৎসা পদ্ধতির কিছু অভিনব দিক।

আপৎকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে এলোপ্যাথি হচ্ছে অত্যাধুনিক পদ্ধতি কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতেও ভালো ওষুধ রয়েছে এবং ক্রনিক ডিসিজের ক্ষেত্রে অনেক সময় এলোপ্যাথি থেকেও দ্রুত কাজ করে তাছাড়াও অনেক রোগের নির্মূল করার ক্ষেত্রে এলোপ্যাথি আর হোমিওপ্যাথির সমন্বয় ঘটালে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। দুই পদ্ধতির চিকিৎসাক্ষেত্রে যদি বর্তমানে স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টারে দু'টি বিভাগ থাকলে আগামী দিনে এক বিপ্লব ঘটবে চিকিৎসা জগতে।

পাত্রসায়েরের তৃণমূল নেতাকে হাফপ্যান্ট পরিয়ে ঘোরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এক নাবালিকার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় তথ্য প্রমাণ লোপাটে যোগসাজস ও মৃতার পরিবারকে অভিযোগ করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গত মঙ্গলবার রাতে বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মমতা তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত। জানা গেছে, চলতি বছর ৩০ মার্চ বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানা এলাকায় এক নাবালিকার রহস্যমৃত্যুর

ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে পাত্রসায়েরের স্টেশন পাড়ার বাসিন্দা রোহিত মল্লিক ও তার মা রুম্পা মল্লিকের বিরুদ্ধে। মৃতা নাবালিকার পরিবার সেসময় পাত্রসায়ের থানায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চাইলে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্ত ও তার স্ত্রী পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূরবী দত্ত মল্লিক প্রভাব খাটিয়ে অভিযোগ করতে বাধা দেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ ঘটনা ধামাচাপা দিতে সেসময় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মৃতার ময়নাতদন্ত না করিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় দেহ। রাজ্যে পালাবদলের পর গত ১১ জুলাই অভিযুক্ত রোহিত ও তাঁর মা রুম্পার বিরুদ্ধে পাত্রসায়ের থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতার পরিবার। এরপরই পাত্রসায়ের থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে ওই দু'জনকে। ১১ জুলাই ধৃতদের বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। জানা গেছে, ধৃত ওই ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনায় তৃণমূল জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত ও তার স্ত্রী পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূরবী দত্ত মল্লিকের যোগসাজসের সূত্র হাতে পায় পুলিশ। এরপর ১২ ই জুলাই রাতে পূরবী দত্ত মল্লিককে গ্রেপ্তার করে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ। এবং গত মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল জেলা সভাপতি সুব্রত দত্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতেদের বিরুদ্ধে রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় তথ্য প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করা ও মৃতার পরিবারকে অভিযোগ করতে বাধা দেওয়া-সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গত বুধবার অভিযুক্ত তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুব্রত দত্তকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে মহকুমা আদালত ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। আজ সুব্রত দত্তকে পাত্রসায়ের হাসপাতাল থেকে থানা পর্যন্ত হাফপ্যান্ট পরিয়ে এলাকা ঘোরায় পাত্রসায়ের থানার পুলিশ।

কেনরা বैंक Canara Bank
Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর
কলকাতা-৭০০ ০১৬
ই-মেইল: cb2364@canarabank.com

ই-নিলাম তারিখ ১৮.০৮.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইনে ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স ঘোষ অ্যান্ড কোং, স্বত্বাধিকারী: অশোক কুমার ঘোষ** ৫১/এফ, পটারি রোড, এন্টালি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪। **শ্রী অশোক কুমার ঘোষ,** পিতা- প্রয়াত ফণীন্দ্র নাথ ঘোষ, গ্রাম- পাটিলা চন্দ্রা, পোঃ- পশ্চিম মধ্যমপুর, টাকি রোড, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৯। **শ্রীমতি শিখা ঘোষ,** স্বামী- অশোক কুমার ঘোষ, গ্রাম- পাটিলা চন্দ্রা, পোঃ- পশ্চিম মধ্যমপুর, টাকি রোড, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৯। **শ্রীমতি রোজালিন্ড সাহা,** স্বামী- কল্যাণ সাহা, ৫১কে/২৮, পটারি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৫।	**ক) ২,২৫,৬৫,২০৬.১৭ টাকা** (দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশো ছয় টাকা এবং সতেরো পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৬.০৩.২০১০** **গ) ০৯.০৬.২০২২**	**শ্রী অশোক কুমার ঘোষের নামে জমি এবং তিনতলা বিল্ডিংয়ের ইউআরইএম,** মৌজা- পাটিলা চন্দ্রা, গ্রাম- পাটিলা চন্দ্রা, থানা- বসিরহাট, পোঃ- পশ্চিম মধ্যমপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে- শ্রী তপন ঘোষের জমি ও বিল্ডিং দ্বারা, দক্ষিণে- পাটিলা চন্দ্রা রোড দ্বারা, পূর্বে- প্রয়াত ডাঃ সাধন ঘোষের জমি ও বিল্ডিং দ্বারা, পশ্চিমে- শ্রী শঙ্কর ঘোষের জমি ও বিল্ডিং দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** কিউআর কোড	**ক) ৯,৫০,০০০.০০ টাকা** (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৯৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবা-): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ৯৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স শ্রী গোপাল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), এর অংশীদারদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব: (১) শ্রী তদগত গুপ্ত (২) শ্রীমতি সাগরিকা গুপ্ত, হানসিয়া** কাউগাছি জিপি, থানা- জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ১২৭। **শ্রী তদগত গুপ্ত (অংশীদার/বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার)** পিতা- প্রেম চাঁদ আগরওয়াল, বিবেক ম্যানশন, ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩০৬/১, জি.টি. রোড, বেলুড় বালী, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১ ২০২। **শ্রীমতি সাগরিকা গুপ্ত (অংশীদার/বন্ধকদাতা/গ্যারান্টার),** স্বামী- শ্রী তদগত গুপ্ত, বিবেক ম্যানশন, ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩০৬/১, জি.টি. রোড, বেলুড় বালী, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১ ২০২।	**ক) ১,৭০,৮৯,৪০২.৭২ টাকা** (এক কোটি সত্তর লক্ষ ঊননব্বই হাজার চারশো দুই টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৪.১০.২০২৫** **গ) ১৫.০১.২০২৬**	২য় (দ্বিতীয়) ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ১, পরিমাপ কমবেশি ৭৮৩ বর্গফুট, "বিবেক ম্যানশন" নামক আবাসিক কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত, জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং ভবনের সাধারণ এলাকার ব্যবহারকারীদের অধিকার সহ, বালী মিউনিসিপ্যালিটি, প্রেমিসেস নং ৩০৬/১ (পুরানো ৩৩৮), জি.টি. রোড, থানা- বালী, জেলা- হাওড়া এবং মৌজা- বেলুড়, জে.এল. নং ১৫, আর.এস. দাগ নং ৯৩৫, এল.আর. দাগ নং ৮৪০, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৩/১ এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১০ কাঠা ৯ ছটাক ৩৬ বর্গফুট কমবেশি জমির সাথে তার উপর থাকা কাঠামো সহ, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার - হাওড়া এর এক্তিয়ারভুক্ত, **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে- ৩০৬/২, জি.টি. রোড, বেলুড়, দক্ষিণে- ৩০৬/২, জি.টি. রোড, বেলুড়, পূর্বে- সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিমে- জি.টি. রোড। **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখল অধীন)** কিউআর কোড	**ক) ৩২,৮০,০০০.০০ টাকা** (বত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,২৮,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবা-): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ৩,২৮,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স বি.এস. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী: শ্রী রবীন্দ্র নাথ পাল,** ৪৮৯/(৩২১/সি), জি.টি. রোড, চাতরা, শীতলা তলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন-৭১২ ২০৪। **শ্রী রবীন্দ্র নাথ পাল (স্বত্বাধিকারী)** ৪৮৯/(৩২১/সি), জি.টি. রোড, চাতরা, শীতলা তলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন-৭১২ ২০৪। **শ্রীমতি সুমিত্রা পাল (গ্যারান্টার)** ৪৮৯/(৩২১/সি), জি.টি. রোড, চাতরা, শীতলা তলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন-৭১২ ২০৪।	**ক) ৭৬,৪৩,৯১৫.৭৮ টাকা** (ছিয়াত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শো পনেরো টাকা এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৭.০৬.২০২১** **গ) ২৮.১২.২০২১**	১ কাঠা ৮ ছটাক ২১ বর্গফুট জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সাথে একতলা বিল্ডিং, মৌজা- চাতরা, আর.এস. দাগ নং ৩০২৯, আর.এস. খতিয়ান নং ২৪২১, এল.আর. প্লট নং ৩৯৩১, ৩৯৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৩০/৬, হোল্ডিং নং ৪৮৯ (৩২১/সি) জি.টি. রোড, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী-তে অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে: শান্তি রাম ভট্টাচার্যের জমি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, দক্ষিণে: ৩ ফুট চওড়া ড্রেন, পূর্বে: শান্তি রাম ভট্টাচার্যের জমি, পশ্চিমে: শান্তি রাম ভট্টাচার্যের জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** কিউআর কোড	**ক) ১৮,৫৫,০০০.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৮৫, ৫০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবা-): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ১,৮৫,৫০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) দেবাশ্রী জানা (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- খাগড়া জলপাই, পোঃ- নারঘাট, থানা- চণ্ডীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬৩৩। **শ্রীমন্ত জানা (গ্যারান্টার)** পিতা- সুবল জানা, গ্রাম- ২য় খণ্ড জলপাই, পোঃ- বড়ঘুনী, থানা- চণ্ডীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৬৫৬। **নন্দন জানা (গ্যারান্টার)** পিতা- কানাই লাল জানা, গ্রাম- খাগড়া জলপাই, পোঃ- নারঘাট, থানা- চণ্ডীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬৩৩।	**ক) ৭৭,২১,১৩২.৭৩ টাকা** (সাতাত্তর লক্ষ একুশ হাজার একশো বত্রিশ টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৪.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৯.০৮.২০২২** **গ) ০৯.১২.২০২২**	জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, প্লট নং ৫০৯ (আর.এস.), ৮৯৭ (এল.আর.), জে.এল. নং ১০৭, খতিয়ান নং ৭১, মৌজা- খাগড়া বারহ রাধাগঞ্জ বাজার, পোঃ- নারঘাট, থানা- চণ্ডীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৬৩৩-এ অবস্থিত ২১ ডেসিমেল পরিমাণ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমি এবং বিল্ডিং দেবাশ্রী জানার নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে- প্লট নং ৪৯০, দক্ষিণে- প্লট নং ৪৯৩, পূর্বে- প্লট নং ৪৯১, পশ্চিমে- প্লটের বাকি অংশ। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** কিউআর কোড	**ক) ৩০,০০,০০০.০০ টাকা** (ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৩,০০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবা-): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ৩,০০,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স হিন্দুস্তান শিপিং এজেন্সি (ঋণগ্রহীতা)** রুম নং ৪, স্টিফেন হাউস, ৪, বিবিডি বাগ (পূর্ব), থানা- হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১। **শ্রী বেচারাম দাস** পিতা- প্রয়াত শীতল চন্দ্র দাস ঠাকুরানী চক, বড়ুইপাড়া, থানা- সিঙ্গুর, হুগলী, পিন-৭১২ ৩০৬। **শ্রীমতি অনামিকা দাস** স্বামী- শ্রী বেচারাম দাস, ঠাকুরানী চক, বড়ুইপাড়া, থানা- সিঙ্গুর, হুগলী, পিন-৭১২ ৩০৬।	**ক) ২,৪৪,০১,২৩৮.৬১ টাকা** (দুই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ এক হাজার দুইশো আটত্রিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৫.০৯.২০১৬** **গ) ০৯.০৩.২০১৭**	**সম্পত্তি ১:** জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা বড়ুইপাড়া, জে.এল. নং ৮৫, পাতলাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ২২০৬ এবং ২৩৪২ এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ২১৩, প্লট নং ২১৩-এ অবস্থিত ১১ ডেসিমেল অর্থাৎ ৪৭৯১.৬ বর্গফুট পরিমাপের একটি ফাঁকা জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **চৌহদ্দি:** উত্তরে- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণে- কেনারাম দাসের জমি, পূর্বে- ৭ ফুট চওড়া সিসি রোড, পশ্চিমে- অনন্ত দাসের জমি। কিউআর কোড **সম্পত্তি ২:** জেলা হুগলী, গ্রাম- ঠাকুরানীচক, থানা- সিঙ্গুর, মৌজা- বড়ুইপাড়া, জে.এল. নং ৮৫, পাতলাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ২২০৬ এবং ২৩৪২ এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ২১২, প্লট নং ২১২-এ অবস্থিত ৪ ডেসিমেল অর্থাৎ ১৭৪২.৪ বর্গফুট পরিমাপের কমবেশি একটি একতলা ইটের কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিং সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **চৌহদ্দি:** উত্তরে- কেনারাম দাসের জমি, দক্ষিণে- ৭ ফুট চওড়া সিসি রোড, পূর্বে- ৭ ফুট চওড়া সিসি রোড, পশ্চিমে- কেনারাম দাসের জমি। কিউআর কোড **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখল অধীন)**	**ক) (I) ১৭,৩০,০০০.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **(II) ১১,৯০,০০০.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) (I) ১,৭৩,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) **(II) ১,১৯,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ উনিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবা-): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) (I) ১,৭৩,০০০.০০ টাকা এবং (II) ১,১৯,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৬.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স পপুলার এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য,** গ্রাম ও পোঃ- চণ্ডীদাস নানুর, নানুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১ ৩০১। **শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য,** পিতা- প্রয়াত সনাতন ভট্টাচার্য, বোলপুর, বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১ ২০৪। শ্রীমতি অনুশ্রী ভট্টাচার্য, স্বামী- শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, বোলপুর, বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১ ২০৪।	**ক) ৬৯,৫১,৪৪২.১৫ টাকা** (উনসত্তর লক্ষ একান্ন হাজার চারশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১২.১২.২০২৩** **গ) ১৬.০৫.২০২৪**	জে.এল. নং ৯৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৮৭৮, আর.এস. প্লট নং ৫০১৯, এল.আর. প্লট নং ৫৫৪০, পরিমাপ ৬.৬৬ ডেসিমেল, জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা বোলপুর-এ অবস্থিত জমি ও বিল্ডিংয়ের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, শ্রীমতি অনুশ্রী ভট্টাচার্যের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** পূর্বে- ১০ ফুট মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা, পশ্চিমে- টিঙ্কু বিশ্বাসের বাড়ি, উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা, দক্ষিণে- বংশীবদন বিশ্বাসের বাড়ি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** কিউআর কোড	**ক) ২৯,৯৫,০০০.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৯৯,৫০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবা-): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ২,৯৯,৫০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৭.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স অ্যারিস্টো ইন্ডাস্ট্রিজ (বোরগুরি),** তিনসুকিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গ্রাম- বোজালতলি, মৌজা- রাঙ্গাগোরা, পোঃ- বোরগুরি, তিনসুকিয়া, আসাম, পিন-৭৮৬ ১২৬। **শ্রী মনোজ কুমার শর্মা,** পিতা- শ্রী সুভাষ চন্দ্র শর্মা, ফ্ল্যাট নং ৭বি, অ্যাকশন এরিয়া-৩, নিউটাউন, কলকাতা-৭০০১৬০। **শ্রী রাম স্নেহি শর্মা,** পিতা- শ্রী জগত নারায়ণ শর্মা, ২এ, দেব লেন, সিআইটি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪। শ্রী সুরেশ পারেখ, পিতা- শ্রী হুকমি চন্দ্র পারেখ, চরিয়ানগর, তিনসুকিয়া, আসাম, পিন-৭৮৬ ১৪৬।	**ক) ৩৬,৮০,৫৫,৩২৩.৯৮ টাকা** (ছত্রিশ কোটি আশি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশো তেইশ টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র) সাথে ০১.০৭.২০২৬ থেকে আরও প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৬.১০.২০১৬** **গ) ০৯.০১.২০১৭**	তিনসুকিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় ৩৯৯৭৫ বর্গফুট পরিমাপের একটি ফ্যাক্টরি শেড (মেশিনারি সহ) বা বিল্ডিং, যা দাগ নং ১৪৩ এবং পাট্টা নং নেই, গ্রান্ট নং নেই - এর অধীনে, গ্রাম বোজালতলি বোরগুরি, তিনসুকিয়া, মৌজা রাঙ্গাগোরা, পোঃ- বোরগুরি, থানা- তিনসুকিয়া, আসাম (এআইআইডিসি দ্বারা অ্যারিস্টো ইন্ডাস্ট্রিজকে লিজ দেওয়া লিজহোল্ড সম্পত্তি), **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: এআইআইডিসি স্টাফ কোয়ার্টার, দক্ষিণে: শ্রী সুনীল আগরওয়ালের জন্য নির্ধারিত ফাঁকা জমি, মেসার্স বালাজিউদ্যোগের স্বত্বাধিকারী, পূর্বে: বিভাগীয় সীমানা প্রাচীর, পশ্চিমে: ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট তিনসুকিয়ার অভ্যন্তরীণ রাস্তা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** কিউআর কোড	**ক) ১,৭৭,৪০,০০০.০০ টাকা** (এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১৭,৭৪,০০০.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবা-): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ১৭,৭৪,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ১৮.০৮.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১৭.০৮.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

১. সম্পত্তিগুলি **'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে'** এবং **'যাই থাকুক না কেন'** শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, বিডার/ক্রেতাকে একটি ইনক্রিমেন্টের (বৃদ্ধির) সাথে বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** -এর মাধ্যমে **"অনলাইনে ইলেকট্রনিক মোডে"** পরিচালিত হবে।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি পরিমাণ **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ই-ওয়ালেটে [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)]** পোর্টাল সরাসরি বা তাতে চালান তৈরি করে উক্ত চালানে উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট বিবরণ অনুযায়ী আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে **১৭.০৮.২০২৬ তারিখ বা তার আগে বিকেল ৫.০০ টার** মধ্যে জমা করতে হবে।
৬. পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডে** -এর যোগাযোগের বিশদ বিবরণ **[BAANKNET.com (https://baanknet.com/)], যোগাযোগ নম্বর: ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেইল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে **০৩.০৮.২০২৬ থেকে ১৪.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত** সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ দরদাতাকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় মূল্য বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। যদি সফল দরদাতা ক্রেতা উপরোক্ত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/যেকোনো কর্তৃপক্ষের সরকারি বকেয়া ইত্যাদি সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের জন্য উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি নোটিশও বটে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়।
১১. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লেখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বাকি বকেয়া (যদি থাকে) আদায় করা হবে।
১২. কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত অফার বা বিড/গুলি গ্রহণ/বাতিল করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
১৩. আরও বিশদ বিবরণ কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** -এ উপলব্ধ।

তারিখ: ০৩.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
কানাড়া ব্যাঙ্ক

রামমন্দিরের অনুদানে দুর্নীতির অভিযোগ

সুপ্রিম তত্ত্বাবধানে এসআইটি তদন্তের দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণ এবং ভক্তদের অনুদান ব্যবহারে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের দাবি জানাল কংগ্রেস। দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারির অভিযোগ, মন্দির নির্মাণের সময় আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। সোনা-রুপো গলিয়ে বিক্রি করা হয়েছে এবং সেই অর্থ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এটি কোটি কোটি ভক্তের ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে প্রতারণার সামিল।

রবিবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, শুধু অনুদানের অর্থ নয়, শিলান্যাসের সময় থেকেই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম শুরু হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে রামমন্দিরকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করেছে, যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই মন্দির নির্মাণের পথ সুগম হয়।

তিনি আরও দাবি করেন, মন্দির সম্পূর্ণ নির্মাণ

শেষ হওয়ার আগেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং অনুষ্ঠানে শঙ্করাচার্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাঁর মতে, ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী ওই অনুষ্ঠান তাঁদের উপস্থিতিতেই হওয়া উচিত ছিল।কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অযোধ্যা সফরের প্রস্তুতিতে প্রায় ১১২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ফুল, চেয়ার-সহ বিভিন্ন সামগ্রী বাজারদরের তুলনায় বহু গুণ বেশি দামে কেনা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

প্রমোদ তিওয়ারি আরও অভিযোগ করেন, রামমন্দির নির্মাণের সময় সাতটি বড় জমি কেনাবেচায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। তাঁর দাবি, একটি ক্ষেত্রে প্রায় ২ কোটি টাকায় কেনা জমি মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ১৮ কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়। এই ধরনের লেনদেনের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তাঁর অভিযোগ, রামমন্দিরের অনুদান সংক্রান্ত বিতর্ককে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। তবে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া জরুরি। তাই সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে এসআইটি গঠন করে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস।

প্রশ্নফাঁস-রোধী বিল নিয়ে বিরোধীদের অবস্থানে রুষ্ট পীযূষ

মুম্বই, ২ অগাস্ট: প্রশ্নফাঁস রোধী বিল নিয়ে বিরোধীদের অবস্থানে উষ্মা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তাঁর কথায়, 'এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিলের বিষয়ে বিরোধী দলের এমন অবস্থানের আমি নিন্দা জানাই।' 'পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' প্রসঙ্গে রবিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মুম্বইয়ে বলেন,

'এই বিলটির ধারণা আসলে চল্লিশ বছর আগেই এসেছিল। পনেরো বছর আগে, ২০১০-১১ সালের দিকে, কংগ্রেস এবং তাদের ইউপিএ জোটসঙ্গীরা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বা পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনার জন্য একটি বিলও এনেছিল। কিন্তু তাদের সেই সাহস ছিল না। বিলটি পাস করানোর ব্যাপারে তারা খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি, অথচ তারা যদি বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যেত, তবে বিরোধী দল তাদের সমর্থনই করত। আমরা ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো এই বিলটি পেশ করি। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেমন কঠোর আইনি বিধান যুক্ত করা, দ্রুত বিচার আদালত গঠনের জন্য সংশোধনী আনা এবং শাস্তির বিধান আরও কঠোর করা, তা সারা দেশে সন্তুষ্টির সঞ্চার করেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বিরোধী দল এই বিলটি পাস করার ক্ষেত্রেও বিরোধিতা করেছে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিলের বিষয়ে বিরোধী দলের এমন অবস্থানের আমি নিন্দা জানাই।'

প্রধানমন্ত্রী মোদীর দ্বারা 'নেশামুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান'-এর সূচনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, 'ভারতকে মাদকমুক্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের যুবসমাজের যে উদ্দীপনা, তা-ই 'বিকশিত ভারত'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে। আমি নিশ্চিত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী চিন্তাধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তরুণ-তরুণীরা মাদকের বিরুদ্ধে এই যৌথ লড়াইয়ে শামিল হবে, সমগ্র অঞ্চলকে মাদকমুক্ত করার এই অভিযানের অংশ হতে পেরে আমরা উত্তর মুম্বইবাসী অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। 'জেন-জি' বা বর্তমান প্রজন্মের তরুণরা সর্বদা আমাদের পাশে থেকেছে। 'জেন-জি' এবং যুবশক্তির সমর্থন ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে টানা তিনবার জয়লাভ করা সম্ভব হত না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সমাজের প্রতিটি অংশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে রয়েছে।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

AUCTION SALE TENDER NOTICE
Memo No.644/E Dated:21/07/2026
Seal Auction Tenders are invited for condemned Spare parts and Tyre, Tube with Flaps etc by the under-signed.
The bidders should be address to the Superintendent of police, Government Railway police, Kharagpur Paschim Midinipur, submitted in sealed covers with the words "Auction sale" for condemned Spare parts and Tyre, Tube with Flaps etc Govt. Vehicles of Kharagpur GRP District. Tenders will be **opened on 11.08.2026 at 14.00 hrs.**
Details available at MTO Office, Kharagpur GRP District during office hours, The undersigned reserves the right to accept or reject/cancel the tender/quotation partially or wholly without any reason what so ever.
Superintendent of Police
Government Railway Police
Kharagpur

ড্রোনে পাচারের ১০ কেজি হেরোইন ও ১১ বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, ধৃত ১

বিকানের, ২ অগাস্ট: স্বাধীনতা দিবসের আগে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন রাজস্থানের বিকানের জেলায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। 'অপারেশন শক ওয়েভে'র আওতায় অভিযান চালিয়ে ড্রোনের মাধ্যমে ভারতে পাচার করা প্রায় ১০ কেজি হেরোইন, ১১টি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, ২২টি ম্যাগাজিন ও ১০০ রাউন্ড জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় বীরেন্দ্র নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বিকানেরের পুলিশ সুপার মৃদুল কচ্ছাওয়া জানান, বিকানের রেঞ্জের আইজি ওমপ্রকাশের নির্দেশে ডিএসটি এবং খাজুওয়ালা থানার যৌথ দল ৩২ হেড এলাকার চক ৬ বিডি সড়কে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ মাদক ও অস্ত্র-সহ অভিযুক্তকে আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে তুরস্কে তৈরি দু'টি জিগানা পিস্তল, চারটি গ্লক পিস্তল এবং পাঁচটি স্টার মার্ক .৩০ বোর পিস্তল। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে ২২টি ম্যাগাজিন ও ১০০টি জীবন্ত কার্তুজ।

পুলিশের দাবি, পাকিস্তান থেকে ড্রোনের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের আগে ভারতে মাদক ও অস্ত্র পাচারের বড়সড় ছক কষা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নজরদারি বাড়ানো হয় এবং তার ভিত্তিতেই 'অপারেশন শক ওয়েভ' চালিয়ে এই সাফল্য মেলে। উদ্ধার হওয়া প্রায় ১০ কেজি আফগানিস্তানি হেরোইনের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে।ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সীমান্তপারের পাচারচক্র, তাদের যোগাযোগ এবং এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গুজরাতের বিভিন্ন জেলা, আরও বর্ষণের পূর্বাভাস

আমদাবাদ, ২ অগাস্ট: ভারী বর্ষণে এমনিতেই বিপর্যস্ত গুজরাটের বিভিন্ন জেলা। এমতাবস্থায় আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর। কচ্ছ, বনসকাঁথা, পাটান, মেহসানা, মোরবি এবং সবরকাঁথায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি গুজরাতে এখনও পর্যন্ত মরশুমের মোট গড় বৃষ্টিপাতের ৬৯ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ গুজরাতে সর্বোচ্চ ৯৫.০৩ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছে। এদিকে, এনডিআরএফ এবং প্রশাসন উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মৎস্যজীবীদেরও আগামী ২৪ ঘণ্টায় সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের ৩৩টি বাঁধ বর্তমানে উচ্চ সতর্কতার (হাই অ্যালার্ট) আওতায় রয়েছে। রাজ্যের জীবনরেখা হিসেবে পরিচিত সর্দার সরোবর নর্মদা বাঁধে ধারণক্ষমতার ৭৬ শতাংশেরও বেশি জল জমা হয়েছে। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় গুজরাতে ১৭টি এনডিআরএফ এবং ৩৩টি এসডিআরএফ দল মোতায়েন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্য থেকে ৭০,০৪০ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ৯,৬৮০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

অবিরাম বৃষ্টিতে রুদ্রপ্রয়াগে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত

রুদ্রপ্রয়াগ, ২ অগাস্ট: উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগে টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নদী, জলধারের জলস্তর বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে, যা তীরবর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। জেলা সদরে অবস্থিত 'পুনান গাধেরা'র জলস্তরও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে সারা রাত ধরে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা বিরাজ করেছে। জেলা প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার এবং প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য ক্রমাগত আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে। সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় জেলা প্রশাসন ও পুরসভার দলগুলি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাচ্ছে।

ইরানে হামলার পরিকল্পনা স্থগিত

আলোচনার অগ্রগতির কথা জানালেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২ অগাস্ট: ইরানের সঙ্গে চলমান কূটনৈতিক আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়ে সম্ভাব্য সামরিক হামলার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক বার্তায় তিনি জানান, ইরান ও পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক পদক্ষেপের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। তবে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতার খসড়া তৈরি হওয়ায় আপাতত হামলা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রস্তাবিত সমঝোতার অন্যতম লক্ষ্য হল দ্রুত হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খুলে দেওয়া এবং ইরানের পরমাণু কর্মসূচি থেকে সম্ভাব্য নিরাপত্তা-ঝুঁকি দূর করা।ট্রাম্প আরও জানান, এই সিদ্ধান্তে ইজরায়েলও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সক্ষমতা বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দেশ প্রস্তুত। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থ, পশ্চিম এশিয়ার স্থিতিশীলতা এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ইরানের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই তিনি হামলার পরিকল্পনা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে যদি খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সমঝোতা সম্পন্ন হয়।

কেদার উপত্যকায় অবিরাম বৃষ্টি, বিন্দুমাত্র কমেনি ভক্তদের উদ্দীপনা

রুদ্রপ্রয়াগ, ২ অগাস্ট: উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলা ও কেদার উপত্যকায় অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাত হয়েই চলেছে। সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। ভারী বৃষ্টির জেরে কেদারনাথের পথে ভূমিধস ও পাহাড় থেকে পাথর পড়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। মহাসড়কের স্বাভাবিক চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। তা সত্ত্বেও পুণ্যার্থীদের উদ্দীপনা বিন্দুমাত্র কমেনি।

চলমান 'কানওয়ার যাত্রা' এবং পবিত্র শ্রাবণ মাস উপলক্ষে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী প্রার্থনা নিবেদনের জন্য কেদারনাথ ধামে আসছেন। বর্তমান আবহাওয়ার পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, রুদ্রপ্রয়াগ জেলা প্রশাসন তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথে সতর্ক থাকতে এবং সমস্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ধামে বিগত ৪৮ ঘণ্টা ঘরে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। এর জেরে সেখানকার আবহাওয়ার পরিস্থিতি এখন চিন্তাজনক। আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা পাওয়ার পর প্রশাসনও সজাগ রয়েছে, চলছে নজরদারি।

পেরুতে পর্যটকবাহী বিমান ভেঙে পড়ে ১৩ জনের মৃত্যু

নাজকা (পেরু), ২ অগাস্ট: দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে একটি ছোট পর্যটকবাহী বিমান ভেঙে পড়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন পাইলট এবং ১১ জন যাত্রী। শনিবার (স্থানীয় সময়) বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নাজকা লাইনসের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি ভেঙে পড়ে। পেরুর নাজকা প্রদেশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিহতদের মধ্যে ১১ জন পর্যটক এবং ২ জন পাইলট রয়েছেন। নাজকা শহরের কাছে 'পুয়েবলো ভিয়েখো' এলাকায় বিমানটির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-QUOTATION
NIeQ - 01/WBTIDC/2026-27
(Abridged e-Quotation)
e-Quotation, in prescribed from in two parts viz. Technical & Financial Bids are invited for the works : Providing Housekeeping services of Conference Hall, Toilet Block, office floor along with its adjacent courtyard area of WBTC Maidan Tent, Kolkata. Quotation Id: 2026_WBTID_1035499_1. Published on 03.08.2026 at 9.00 A.M. Please visit website https://wbtenders.gov.in & https://wbtidcl.com Sd/-Joint Managing Director, WBTIDC Ltd.
ICA- T14110(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
[(N.I.T. No. 114/Jt.MD/WBSTC dated: 31.07.2026.)]
(Abridged e-Tender)
e-Tender, in prescribed from in two parts viz. Technical & Financial Bids is invited for the work : Block repair and painting of LCT vessel M.V.Bulbul. Tender I.D.: 2026_WBSTC_1028891_1 and Tender Ref. No: WBSTC/JMD/MARINE/NIT-03e/26-27. To be Published on 03.08.2026 at 09.00 A.M. Please visit website : www.wbtenders.gov.in Sd/- Jt. Managing Director, For W.B.S.T.C. Ltd.
ICA- T14107(3)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27 /000015 (Re-Tender : 2nd Call), Dated : 27-07-26
Name of work : Repair of Main Gates, fixing of damaged tiles & water-proofing at Roof of SDF Building.
TOTAL ESTIMATED COST : Rs 2,34,114.86 Including GST
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 9432137382
ICA- T14104(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
The West Bengal AYUSH Samity invites 02 (two) "REQUEST FOR PROPOSAL" bearing number 689/HFW-29012/4/2018-AYSAMITY and 690/HFW-29012/4/2018-AYSAMITY dated 30.07.2026 for procurement of Homoeopathic medicines for different homoeopathic units of West Bengal. Detail is available in http://wbetenders.gov.in. Intending bidders may see it for all details. Sd/- Additional Secretary, AYUSH & Addl. Executive Director, WBAS.
ICA- T14085(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED EOI
The Executive Engineer-I, Joynagar Irrigation Division, I&W Dte. has invited notice against EoI No – WBIW/EE-I/ JOY/ EoI-2/2026-27 on behalf of the Governor of West Bengal for supplying Cold Formed Sheet Pile, Z-Type or U-Type as per IS: 2314-1986, with Construction of Additional Pump House alongwith other drainage infrastructures at Kurebhanga, Block-Canning-II in Sundarban area under his jurisdiction from the eligible outside bonafide contractors. * Last date of bid submission online – 24.08.2026 upto 17:00 Hrs. * Technical Bid opening date – 25.08.2026 after 14:00 Hrs. Other details may be available from the office of the undersigned during office hours on any working days & website : www.wbtenders.gov.in & iwd.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer-I, Joynagar Irrigation Division Baruipur, South 24 Parganas.
ICA- T14090(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No: KMDA/CIVIL/e-NIQ/01/ EE(CRS)/E&AM of 2026-27
e-Quotation is invited by The Executive Engineer, CRS Division, E&AM Sector, KMDA, Ground floor, Block-G, Unnayan Bhavan, Bidhannagar, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide, and experienced eligible firms / companies / individual agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Sweeping, Cleaning, spreading of bleaching powder and maintenance of the existing underground sewers and disposal daily garbage from the existing vats and removing the same as per KMC rules twice a day including necessary tools and tackles of the KMDA Housing Complex at 19A, Chetla Hut Road, Kolkata-700027 for a period upto 31.12.2027., Rate to be quoted by the bidder (including GST & LWC), Rs.38,500/-, 507 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 19.08.2026, Time: 14.30 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-335)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14096(3)/2026

ময়দান

অশোক মুস্তাফি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে স্কলারশিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসময় বাংলার নামী কোচ ছিলেন অশোক মুস্তাফি। তাঁর হাত ধরেই বাংলার ক্রিকেটে সুনামের সঙ্গে খেলেছেন বহু ক্রিকেটার।এরিয়ান ক্লাবের তত্ত্বাবধানে দুখীরাম কোচিং সেন্টার গড়ার অন্যতম কারিগরও ছিলেন এই অশোক মুস্তাফি। প্রথিতযশা এই ক্রিকেট কোচের মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে সৌমি সেন ২০২৩ সালে তৈরি করেন অশোক মুস্তাফি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টের উদ্যোগেই প্রতিবছর দেওয়া হচ্ছে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অথচ প্রতিভাবান জুনিয়র পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটারদের স্কলারশিপ। যেখানে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে একবছর দেওয়া হবে। এবার মহিলা বিভাগে এক নির্বাচিত করা হয় খেলার পারফরমেন্সের ভিত্তিতে। অনূর্ধ্ব ১৫ মহিলা ক্রিকেটার প্রত্যুষা দেকে এ'বছর এই স্কলারশিপ তুলে দেওয়া হল। পাশাপাশি তাকে এক্সেল স্পোর্টস গিয়ারের পক্ষ থেকে ব্যাট তুলে দেওয়া হয়। এই স্কলারশিপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচ অতীন আচার্য্য ,বিভাস দাস, অসীম দে সহ ওনার ছাত্ররা । প্রত্যেকেই অশোক মুস্তাফির স্মৃতি চারনা করেন।

মহারাজের সিদ্ধান্তে লাভবান রাহানে!

ঠিক কত টাকা পেনশন পাবেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার?

নিজস্ব প্রতিবেদন: অজিঙ্ক রাহানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অধ্যায়ের পর্দা নেমেছে। দীর্ঘ ক্যারিয়ারের ইতি টানার পর এবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রাক্তন ক্রিকেটারদের পেনশন প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সুবিধা পাবেন তিনি। বিসিসিআইয়ের বর্তমান পেনশন নীতিমালা অনুযায়ী, রাহানে প্রতি মাসে ৭০ হাজার টাকা পেনশন পাওয়ার যোগ্য হয়েছেন।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআই সভাপতি থাকাকালীন ২০২২ সালে এই পেনশন প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দেশের হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন এমন প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অবসর-পরবর্তী আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সেই সময়ই বিভিন্ন স্তরের পেনশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। আগে যেখানে সর্বোচ্চ পেনশন ছিল মাসিক ৫০ হাজার টাকা, পরে তা বাড়িয়ে ৭০ হাজার করা হয়।

৩০ জুলাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন রাহানে। যদিও শেষবার তিনি ভারতের জার্সিতে খেলেছিলেন ২০২৩ সালে। এরপর জাতীয় দলে আর সুযোগ না পেলেও হাল ছাড়েননি। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলেছেন এবং ভালো পারফরম্যান্সের মাধ্যমে আবারও জাতীয় দলে ফেরার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত সেই প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব হয়নি। অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার ইতি টেনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান তিনি।

ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ সুনীলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা নিয়ে মুখ খুললেন তারকা ফুটবলার সুনীল ছেত্রী। দুই দিন আগেই সরকারি ভাবে ঘোষণা করে জামশেদপুর এফসি আইএসএলে না খেলার ঘোষণা করেছিল। সেই নিয়ে মুখ খুলেছিলেন জামশেদপুর এফসির ফুটবলাররাও। এবার সরব হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রী।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে সুনীল লিখেছেন, 'ভারতীয় ফুটবলের একজন অংশীদার বা স্টেকহোল্ডার হওয়া একেবারেই সহজ কথা নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই পরিস্থিতিটা এমন পর্যায়ে গিয়েছে। কিন্তু যখন চারপাশের সবকিছু ভেঙে পড়ার মতো মনে হয়, তখন আঁকড়ে ধরার জন্য পরিবারের উপরই ভরসা রাখতে হয়। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আশ্বাসের জন্য মানুষ ঘরের গুরুজনদের দিকেই তাকায়।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/46/26-27 Dated 31.07.2026	Vertical Extention Of (2nd+3rd) Story Along With Balance Work Of Ground Floor Of Proposed Garrage Cum Swm Store Building At R. S. Dag No. - 325, R. S. Khatian Nos. - 1415, 1418, 1419, 1420, 1340, 1341, 1342 & 1065, Mouza - Harinavi, J.L. No. - 36, L.R. Khatian No. - 3130, L. R. Dag No. - 325 Chandra Mohon Guha Road, Ward No. - 18, Under Rajpur Sonarpur Municipality, P.S. - Sonarpur, Dist - 24pgs (s), Kolkata - 700148.	Rs.3,04,88,695.00

Bid Submission end date: **25.08.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting **e-Tender** issued by The WBSCARD Bank Ltd. under **Memo No. 475/Part-III/Admn./510 dated July 22, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1034133_1** is hereby invited from reputed Companies/Firms/OEM having sufficient experience and other credentials for Supply & Installation of 13 (Thirteen) pieces of CO_2 based Aluminum Squeeze Grip Fire Extinguisher - 4.5 Kg and 04 (Four) pieces of Ceiling Mounted MAP 90 MS SP Red Automatic Fire Extinguisher – 5 Kg for its different Units located at different Districts. The last date for submission/uploading of Bid through online is **August 17, 2026**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**
Sd/-
July 24, 2026 **Managing Director**
ICA- T14096(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার ● ৩ অগস্ট ২০২৬ ● পেজ ৮

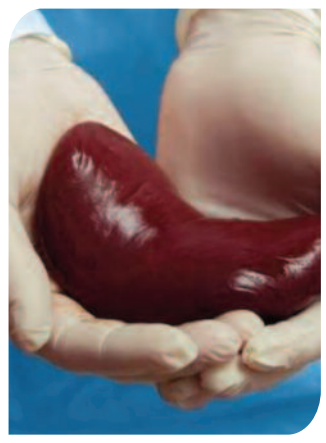

কিডনির মতো অঙ্গ প্রতিস্থাপনের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে টেক্লিস্টাম্যাব

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

কিডনির মতো অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় জটিলতা হলো এইচএলএ সেন্সিটাইজেশন (HLA Sensitisation)। এতে রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেম দাতার অঙ্গকে বাইরের কোনো শত্রু মনে করে তার বিরুদ্ধে তীব্র অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং অঙ্গটি প্রত্যাখ্যান (Reject) করে। অনেকের শরীরে এই অ্যান্টিবডির মাত্রা এতো বেশি থাকে যে তাদের জন্য উপযুক্ত দাতা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই সমস্যার সমাধানে সম্প্রতি আশার আলো দেখিয়েছে টেক্লিস্টাম্যাব নামের একটি অত্যাধুনিক লক্ষ্যভিত্তিক ইমিউনোথেরাপির ওষুধ।প্রাথমিকভাবে ব্লাড ক্যান্সারের জন্য এটি তৈরি করা হলেও, বর্তমানে অত্যন্ত জটিল অঙ্গ প্রতিস্থাপন রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কিডনি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। চিকিৎসা সাময়িকী 'দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' -এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এই যুগান্তকারী তথ্যটি সামনে এসেছে।

অস্ট্রিয়ার মেডইউনি ভিয়েনা (MedUni Vienna)-এর গবেষকরা ১২ বছর ধরে ডায়ালিসিসে থাকা এবং অত্যন্ত জটিল ইমিউন প্রোফাইলের এক রোগীর ওপর ৩১ সপ্তাহ ধরে এই ওষুধ প্রয়োগ করেন। ওই রোগীর বয়স ছিল ৩৭ বছর। এর আগে তার দু'বার কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু কোনোভাবেই চিকিৎসকেরা সফল হননি। একাধিক বার প্রতিস্থাপনের কারণে তার শরীরে HLA Sensitisation বা অ্যান্টিবডির মাত্রা আকাশচুম্বী হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসকদের হিসাব অনুযায়ী , বিশ্বজুড়ে তার শরীরের সাথে মিলবে এমন কোনো উপযুক্ত দাতা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা গাণিতিকভাবে একেবারে শুন্য শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। এই চরম জটিলতার কারণে তিনি টানা ১২ বছর ধরে ডায়ালিসিসের ওপর বেঁচে ছিলেন এবং দিনে দিনে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। গবেষকরা যখন দেখলেন প্রচলিত কোনো পদ্ধতিতেই তার শরীরের অ্যান্টিবডি কমানো যাচ্ছে না, তখন তারা প্রথমবার পরীক্ষামূলকভাবে ব্লাড ক্যান্সারের ওষুধ টেক্লিস্টাম্যাব (Teclistamab) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৩১ সপ্তাহ ধরে চলা এই চিকিৎসায় অলৌকিক একটি পরিবর্তন দেখা যায়। ওষুধটি রোগীর শরীরের ক্ষতিকর অ্যান্টিবডি তৈরির কোষগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে ধ্বংস করতে শুরু করে। এর ফলে তার শরীরের ক্ষতিকর অ্যান্টিবডিগুলো স্থায়ীভাবে কমে যায় এবং একটি সময়ে এসে গবেষকরা দেখেন যেসব দাতার কিডনিকে আগে রোগীর শরীর তীব্র ক্ষতিকর মনে করত, অ্যান্টিবডি কমে যাওয়ায় ইমিউন সিস্টেম সেগুলোকে 'গ্রহণযোগ্য' (Acceptable) বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। চিকিৎসকেরা এর পরেই রোগীর দেহে সফলভাবে একটি কিডনি প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হলেন। সফল অস্ত্রোপচারের পরে সেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

অস্ট্রিয়ার গবেষক দলের প্রধান গবেষক জর্জ বোহমিগ জানিয়েছেন, 'রোগী এখন অত্যন্ত ভালো আছেন, তার নতুন কিডনি চমৎকারভাবে কাজ করছে এবং তার আর কোনো ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হচ্ছে না।'

বিশ্বজুড়ে কিডনি প্রতিস্থাপনের অপেক্ষায় থাকা প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ রোগী যারা তীব্র ছজ্রঙ সেন্সিটাইজেশনের সমস্যায় ভোগেন তাদের জন্য এই প্রযুক্তি অবশ্যই আশার আলো। গবেষকরা বর্তমানে এর কার্যকারিতা ও ঝুঁকি আরও বড় পরিসরে যাচাই করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত ক্লিনিকাল ট্রায়ালের পরিকল্পনা করেছেন।

টেক্লিস্টাম্যাব মূলত এক প্রকার মজ্জার ব্লাড ক্যান্সার বা মাল্টিপল মায়েলোমার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। মাল্টিপল মায়েলোমা এক ধরণের রক্তের ক্যান্সার (Blood Cancer), যা হাড়ের মজ্জার (Bone Marrow) ভেতরে থাকা প্লাজমা কোষকে (Plasma Cells) আক্রান্ত করে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্লাজমা কোষ শরীরকে ইনফেকশন থেকে বাঁচাতে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। কিন্তু ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে এই কোষগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়ে এবং এক ধরণের ত্রুটিপূর্ণ প্রোটিন তৈরি করে, যা রোগীর হাড়, কিডনি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়।

মাল্টিপল মায়েলোমা সময়ের সাথে সাথে ফিরে আসে, তাই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা পর্যায়ক্রমে এর চিকিৎসার পরিকল্পনা করেন। এই চিকিৎসা সাধারণত ভিআরডি-র মতো ওষুধের সংমিশ্রণ দিয়ে শুরু হয় এবং সুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে অটোলোগাস স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় এবং ক্যান্সার ফিরে এলে ডারাটুমুম্যাব বা সিএআর-টি সেল থেরাপির মতো নতুন পদ্ধতির দিকে যাওয়া হয়।

যেসব রোগীর ক্ষেত্রে প্রথাগত ৪ বা তার বেশি থেরাপি ব্যর্থ হয়েছে, তাদের জন্য মার্কিন FDA 2022 সালে টেক্লিস্টাম্যাব ওষুধটির ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। এটি অত্যন্ত গভীরে থাকা ক্যান্সার কোষকে দূর করতে পারে। যেসব মাল্টিপল মায়েলোমা রোগীর শরীর অন্যান্য প্রচলিত চিকিৎসা, যেমন -কেমোথেরাপির ৪ বা তার বেশি ধাপ নেওয়ার পরে আর সাড়া দেয় না (Relapsed or Refractory), তাদের চিকিৎসায় এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয়। ওষুধটি সাধারণ কেমোথেরাপির মতো শরীরের ভালো-মন্দ সব কোষকে ঢালাওভাবে ধ্বংস করে না। এটি একটি বাইস্পেসিফিক অ্যান্টিবডি (Bispecific Antibody), যা সরাসরি ক্যান্সার কোষের গায়ে থাকা BCMA প্রোটিনকে খুঁজে বের করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধক টি-সেলকে (T-ell) নির্দেশ দেয় সেই ক্যান্সার কোষটিকে সুনির্দিষ্টভাবে মেরে ফেলার জন্য।

ক্যান্সার চিকিৎসার এই শক্তিশালী মেকানিজমটিকেই (প্লাজমা কোষ ধ্বংস করার ক্ষমতা) চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়ে ভিয়েনার চিকিৎসক গবেষকরা অতি সম্প্রতি অঙ্গ প্রতিস্থাপন চিকিৎসায় অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন।

এই গবেষণার সাফল্যের পর চিকিৎসকরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে জিনগতভাবে পরিবর্তিত অঙ্গ মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও টেক্লিস্টাম্যাব একইভাবে কাজ করবে। গবেষক জর্জ বোহমিগ (Georg Böhmig) এবং তার দল বলেছেন টেক্লিস্টাম্যাবের সুনির্দিষ্ট ইমিউন-সাপ্রেসিভ বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমানোর যে ক্ষমতা সেটা ভবিষ্যতে জেনোট্রান্সপ্লান্টেশন (Xenotransplantation) বা শুকরের অঙ্গ মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হতে পারে।

মানুষের শরীরে শুকরের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রধান বাধা হলো হাইপারঅ্যাকিউট রিজেকশন (Hyperacute Rejection)। শুকরের কোষের গায়ে কিছু বিশেষ শর্করা ও প্রোটিন (যেমন Galactose-alpha-1–3-galactose) থাকে, যা দেখামাত্রই মানুষের ইমিউন সিস্টেমের অ্যান্টিবডিগুলো তীব্র আক্রমণ করে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে অঙ্গটি ধ্বংস করে দেয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা CRISPR-Cas9 প্রযুক্তির মাধ্যমে শুকরের জিন পরিবর্তন (Gene Editing) করে মানুষের জন্য উপযোগী করার চেষ্টা করছেন। তবে শুধু জিন পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, মানবদেহের নিজস্ব প্রতিরক্ষাও কমানো প্রয়োজন।

টেক্লিস্টাম্যাব যেহেতু অ্যান্টিবডি তৈরির মূল কারখানা (প্লাজমা কোষ) ধ্বংস করে, তাই এটি মানুষের শরীরে ওই শুকর-বিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া গোড়া থেকেই বন্ধ করে দিতে পারবে।

গবেষকদের মতে, টেক্লিস্টাম্যাব প্রযুক্তি কেবল শুকরের অঙ্গে নয়, মানুষের মধ্যে রক্তের গ্রুপের অমিল (ঙ্কঞ্জহ:ত্বদ্রদ্বদ্মথহ্লত্বত্ত) থাকলেও সফল প্রতিস্থাপনে সাহায্য করবে। কারণ এটি রক্তের গ্রুপজনিত ক্ষতিকর অ্যান্টিবডিগুলোকেও একইভাবে দমন করতে পারে।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ অঙ্গের অভাবে মারা যাচ্ছেন। টেক্লিস্টাম্যাব যদি জেনোট্রান্সপ্লান্টেশনে সফলভাবে অ্যান্টিবডি প্রতিরোধ করতে পারে, তবে জিন-এডিটেড শুকরের অঙ্গ ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী অঙ্গের এই বিশাল ঘাটতি চিরতরে দূর করা সম্ভব হবে।

পৈলান হাটে চালু আধুনিক ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার পৈলান হাটে চালু হল এসএসআরএম ডায়াগনস্টিক-এর নতুন কেন্দ্র। পৈলান গ্রুপ অব ইনস্টিটিউশন্সের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি বিপণন ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অগ্নিশ্বর নস্কর, দেবাংশু পাণ্ডা, শঙ্কর শিকদার, ডা. সপ্তর্ষি বসু, ডা. পার্থ প্রতিম রায়, ডা. সুবসমিত চক্রবর্তী, দীপক হালদার, অভিজিৎ সরদার এবং রাকেশ সিং। পৈলান গ্রুপের ভাইস চেয়ারপার্সন মুনমুন সাহা জানান, এই উদ্যোগে স্থানীয় মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। রেজিস্ট্রার কুণাল চক্রবর্তী বলেন, মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি ও অপ্টোমেট্রি বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে এই কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

একদিনে ভারতের ঝুলিতে ৮ সোনা

বক্সিংয়ে কমনওয়েলথ পদক তালিকায় বিরাট 'পাঞ্চ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার রাত পর্যন্ত আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ভারত বুঝি এ বছর কমনওয়েলথ গেমসে অতীত পারফরম্যান্সের ধারেকাছে যেতে পারবে না। এমনকী গেমসের ইতিহাসে প্রায় প্রতি আসরে প্রথম পাঁচে থাকা টিম ইন্ডিয়া শুক্রবার রাত পর্যন্ত ছিল ১০ নম্বরে। কিন্তু ওই যে কথায় আছে ওস্তাদের মার শেষ রাতে। শনিবার রাতে স্রেফ বক্সিংই দূর করে দিল সব আশঙ্কা। চলতি কমনওয়েলথ গেমসে 'শনিবার' দিনটা ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। একদিনে সাত-সাতজন বক্সার সোনা জিতলেন। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সোনালি পারফরম্যান্সে উদ্ভাসিত হয়ে রইল দিনটা। একইসঙ্গে প্যারা কমনওয়েলথেও ভারতের ঝুলিতে এল সোনা। সব মিলিয়ে স্রেফ শনিবার এল আটটা সোনা। রাতারাতি টিম ইন্ডিয়া পদক তালিকায় উঠে এল চার নম্বরে। কমনওয়েলথ গেমসে সচরাচর ৩-৫ নম্বরের মধ্যেই থাকে ভারতীয় দল। শনিবার দিনটা যেন হয়ে উঠেছিল ভারতীয় বক্সারদের। আরও স্পষ্ট করে বললে, ভারতের মহিলা বক্সারদের। এদিন বক্সিংয়ে ভারতের মোট দশজন বক্সার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন সোনা জিতলেন। তিনজন পেলেন রুপো। সোনা জিতলেন ভারতের পাঁচ মহিলা বক্সার প্রীতি পওয়ার, জ্যাসমিন লাম্বোরিয়া, প্রিয়া ঘাঙ্গাস, সাক্ষী চৌধুরী, অরুন্ধতী চৌধুরী। পুরুষদের বক্সারদের মধ্যে সোনা জিতেছেন শচীন সিওয়াচ এবং অঙ্কশ পাঙ্গাল। এদিন মহিলাদের ৫৪ কেজি বিভাগের ফাইনালে প্রীতি ৫-০ ব্যবধানে কানাডার বক্সার স্কারলেট ডেলগাডোকে উড়িয়ে দিয়ে সোনা জেতেন। এরপর ৫৭ কেজি বিভাগে জেসমিন ৫-০ ব্যবধানে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বক্সার মিকায়েলা ওয়ালশকে হারিয়ে সোনা জিতলেন। এদিন সন্ধ্যায় মহিলাদের ৫১ কেজি বিভাগের ফাইনালে সাক্ষী ৫-০ ব্যবধানে ইংল্যান্ডের রুবি হোয়াইটকে হারিয়ে সোনা জিতলেন। মহিলাদের ৬০ কেজি বিভাগের ফাইনালে প্রিয়া ৪-১ ব্যবধানে কানাডার মারি বাথুল আল-আহমাদিয়েহকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন। ৭০ কেজি বিভাগের ফাইনালে অরুন্ধতী ৫-০ ব্যবধানে প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের চ্যান্টেল রিডকে উড়িয়ে দিয়ে সোনা জিতলেন। তবে সোনা জিততে ব্যর্থ হলেন লভলিনা বরগোহাঁই। ৭৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে লভলিনা ১-৪ ব্যবধানে হেরে যান অস্ট্রেলিয়ার এমা সুপ্রিনট্রির কাছে। হেরে রুপো পান অসমের কন্যা। পুরুষদের ৬০ কেজি বিভাগে ভারতের শচীন সিওয়াচ ৩-২ এ ট্রইএগেইন মর্নিং এনডেভেলোকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন। পুরুষদের ৮০ কেজি বিভাগে অঙ্কশ পাঙ্গাল ৪-১-এ দিমেজি শিতুকে হারিয়ে সোনা জেতেন। তবে পুরুষদের ৯০ কেজি (+) বিভাগের ফাইনালে নরেন্দর বেরওয়াল ০-৫-এ ড্যামার থমাসের কাছে হেরে রুপো পান। পুরুষদের ৫৫ কেজি বিভাগে জাদুমণি সিংকেও অবশ্য রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এছাড়া প্যারা স্পোর্টসেও এসেছে পদক। এফ৫৭ শটপাট বিভাগে সোনা জেতেন ভারতের সোমন রানা। তিনি ১৩.৪০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। ১৩.২৮ মিটার ছুড়ে রুপো পান শুভম জুয়াল। সব মিলিয়ে শনিবার দিনের শেষে ভারতের পদকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯টি। টিম ইন্ডিয়া ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ জিতেছে। ৬৫টি সোনা-সহ মোট ১৫৮টি পদক নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। ২৬টি সোনা-সহ ১০২ পদক নিয়ে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে কানাডা। তাঁদের মোট পদক ৫৯, সোনা ১৮টি।

মাইন বিস্ফোরণে হারিয়েছিল পা

কমনওয়েলথ শটপাটে সোনা সোমনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমন বিস্ফোরণে হারিয়েছিল পা। সেই সোমন রানাই কমনওয়েলথ শটপুটে সোনা এনে দিলেন ভারতকে। একই ইভেন্টে রুপো জিতলেন স্বদেশি শুভম জুয়াল। ফলে অ্যাথলেটিক্সে আরও একবার ভারতের দাপট দেখল বিশ্ব। শুরু থেকেই ছন্দে ছিলেন সোমন। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তাঁর থ্রো গিয়ে পড়ে ১৩.৪০ মিটার দূরে। এই দূরত্বই বাকি প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেক পিছনে ফেলেন তিনি। এটাই ছিল তাঁর মরশুমের সেরা থ্রো। প্রথম প্রচেষ্টায় ১৩.৩৮ মিটার ছোড়ার পর তৃতীয় বার ফাউল করেন। তবে পরের তিনটি প্রচেষ্টায় ১৩.১৪, ১৩.১৭ এবং ১৩.১১ মিটার থ্রো করে ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

সোমনও লড়াই ছাড়েননি। প্রথম প্রচেষ্টায় ১৩.০৮ মিটার থ্রোয়ের পর দ্বিতীয় বার কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও তৃতীয় প্রচেষ্টায় ১৩.২৭ মিটার ছুড়ে পদকের দৌড়ে ফিরে আসেন। শেষ প্রচেষ্টায় ১৩.২৮ মিটার থ্রো করে মরশুমের সেরা পারফরম্যান্সে রুপো নিশ্চিত করেন ভারতীয় অ্যাথলিট। ব্রোঞ্জ জিতেছেন ক্যামেরুনের সেড্রিক ইদ্রিস লেকেজো আজামদজি। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১২.৫৭ মিটার থ্রো করে তৃতীয় হন তিনি।

সোমনের সাফল্যের নেপথ্য গল্প শুনলে অনেকেই অনুপ্রাণিত হবেন। মাইন বিস্ফোরণে একটি পা হারিয়েছিলেন। সেখান থেকেই শুরু দ্বিতীয় জীবনের লড়াই। সেই লড়াইয়েরই সোনালি পরিণতি কমনওয়েলথ গেমসে। পুরুষদের এফ৫৭ শটপুটে সোনা জিতে দেশকে গর্বিত করলেন সোমন। বিহারের গয়ার কৃষক পরিবারে জন্ম তাঁর। ২০০১ সালে গোরখা রাইফেলসে যোগ দেন। বক্সার হিসাবেই কেরিয়ার গড়ার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে জম্মু-কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় কর্তব্যরত অবস্থায় মাইন বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন। হাঁটুর নীচ থেকে একটি পা বাদ দিতে হয়। সেখান থেকেই শুরু হয় নতুন লড়াই।

পুণের আর্টিফিশিয়াল লিম্ব সেন্টারে রিহ্যাবের সময় প্যারা অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে পরিচয়। ২০১৭ সালে সেনাবাহিনীর প্যারা অ্যাথলেটিক্স দলে যোগ দেওয়ার পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। টানা দু'টি প্যারালিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ২০২৫ সালের বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছিলেন রুপো। এবার কমনওয়েলথ গেমসে উঠলেন সেরার মঞ্চে।